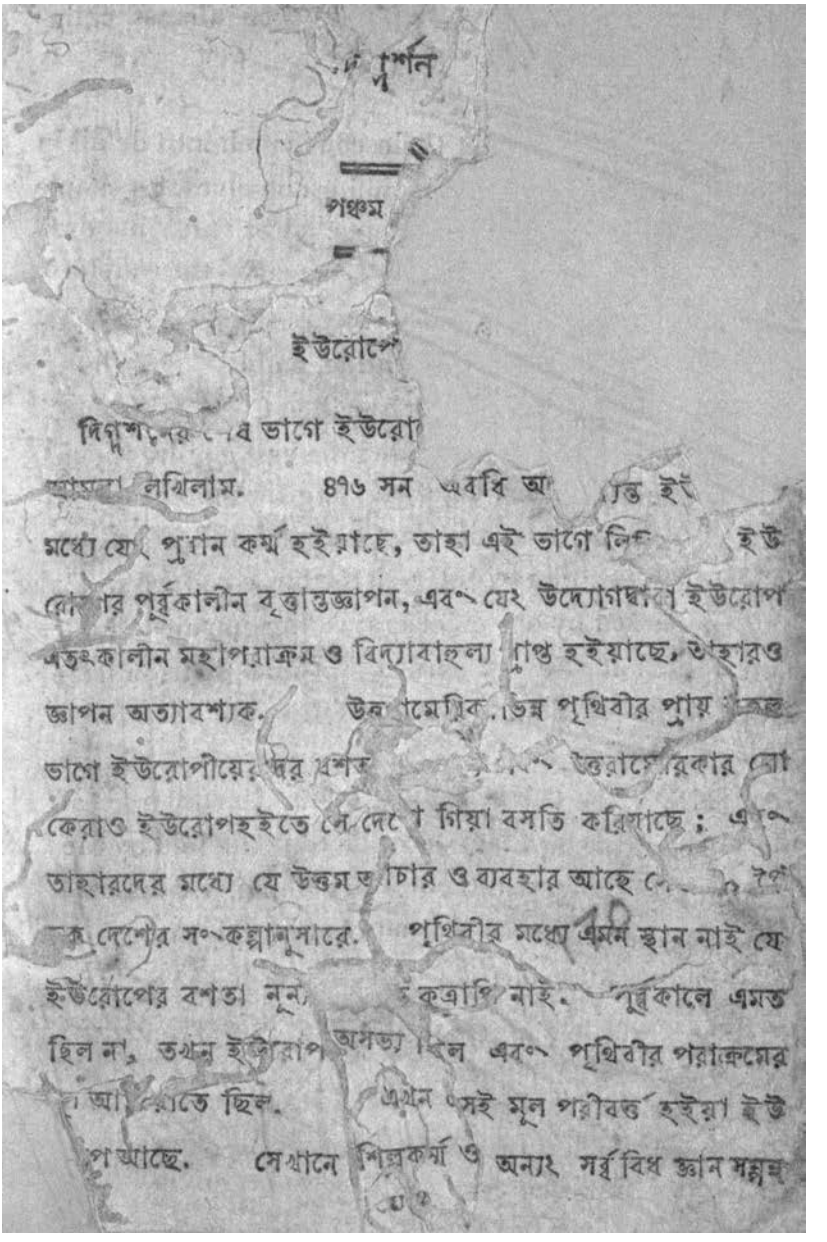

পঞ্চম

ইউরোপে

দিগ্দর্শনের এব ভাগে ইউরো

আমরা লিখিলাম. ৪৭৬ সন অবধি আ ন্ত ই

মধ্যে যে প্রধান কর্ম্ম হইয়াছে, তাহা এই ভাগে লি ইউ

রোপের পুর্ব্বকালীন বৃত্তান্তজ্ঞাপন, এবং যেং উদ্যোগদ্বারা ইউরোপ

এতৎকালীন মহাপরাক্রম ও বিদ্যাবাহুল্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারও

জ্ঞাপন অত্যাবশ্যক. উত্তরামেরিকা ভিন্ন পৃথিবীর প্রায়

ভাগে ইউরোপীয়েরদের বশত এবং উত্তরামেরিকার লো

কেরাও ইউরোপহইতে সে দেশে গিয়া বসতি করিয়াছে; এবং

তাহারদের মধ্যে যে উত্তম আচার ও ব্যবহার আছে সে

ক দেশের সংকল্পানুসারে. পৃথিবীর মধ্যে এমন স্থান নাই যে

ইউরোপের বশতা নূন কুত্রাপি নাই. পুর্ব্বকালে এমত

ছিল না, তখন ইউরোপ অসভ্য ছিল এবং পৃথিবীর পরাক্রমের

আ তে ছিল. এখন সেই মূল পরীবর্ত্ত হইয়া ইউ

প আছে. সেখানে শিল্পকর্ম্ম ও অন্যং সর্ব্ববিধ জ্ঞান সম্বন্ধ

by a singular revolution ...ving back on those ... they ... een almost extin-

It ... descend much into detail in ... onfine ourselves to a simple ... ents. For three hundred ... st, nearly the whole o... sway of the R... mans. At ... ntine, ambitious of glory, ... n he called Constantinople, ... ided the vast empire which ... mans h... been consolidating for one th... and year... two parts, the Eastern, and the Western. Though the empire was of itself too large and too weak to be defended by one chief against the enemies which surrounded it at every corner, yet this division hastened its dissolution. Europe fell to the lot of the western empire ... d subject to it till the year 476, when Odoacer king of the Heruli, one of the ... tribes of Northern Europe, invited by the weakness of the government, took Rome, and dissolved the empire. For many years before this event, the inhabitants of the north of E... had been making gradual irruptions into the Roman provinces, and as the government was completely inefficient they generally kept possession of the provinces they had conquered. When therefore Odoacer, by the captu...

হইয়াছে, এবং মনুষ্যজাতি
দ্যাদি এখন আসিয়াছে লু
র্য্যের স্রোতের ন্যায় ব্যাপ্ত হই তেছে.

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সকল বিব
ইউরোপের স্থূলং বিবরণ আম
র প্রায় তিন শত বৎসর, ইউরোপ রো লোকের
ছিল. তা রপর রোমের রাজা কনস্তান্তীনি, গ্রীক দেশে এক নগর গাঁথিয়া, আপন নাম
স্তান্তীনোপল রাখিলেন ; এবং রোমাণ
পরিশ্রম করিয়া যে মহারাজ্য স্থাপন করিয়া , সে মহ
তিনি দুই খণ্ড করিলেন, অর্থাৎ পূর্ব্ব খণ্ড ও পশ্চি
রাজ্য এত বড় ও ক্ষীণবল ছিল, যে এক অধিপতির দ্বা
চতুষ্কোণের শত্রুরদেরহইতে তাহার রক্ষা হওয়া ভার ছিল ; এ
পতির অধীন থাকিলেও লুপ্ত হইত ; তথাপি দুই ভাগ করাতে অ
বিক শীঘ্র ভ্রষ্ট হইল ঐ য়ে প্রায় তাবৎ ইউরো
পশ্চিম খণ্ডের অন্তর্গত হইল, ও ৪৭৬ সালপর্য্যন্ত সেই
রহিল. সেই সময়ে হিরুলিনামক উত্তর ইউরোপের এক
অসভ্য জাতিরদের রাজা ওডোএর, রোমাণেরদের রাজ্যশাসনের দুর্ব্ব
লত্ব দেখিয়া, রোমনগর ও রাজ্য নষ্ট করিল. এই ক্রিয়ার
পূর্ব্বে কতক কাল ইউরো ভাগস্থ লোকেরা ক্রমেং রোম
দিগের রাজ্য প্রদেশের উপর করিল, এবং রাজ্যশাসনের
অযোগ্যপ্রযুক্ত তাহারা যেং প্র করিল, সেইং প্রদেশে

...low of empire which ...ns had already made ...e ... richest provinces.

...ed to mention the princip... ...ed in the chief countries

Italy.

...ar 476 Rome was taken by O...acer, and ...bject to various princes for a con-... ...as the theatre of several revolu-... In ... Charlemagne, emperor of Ger-... made ... son Pepin, king of Italy. After this ... was gradually divided into a number of ...dent states, many of which continue so to ...y. It is the seat of the Pope's spiritual ... who also enjoys temporal jurisdiction over a small portion of its territ...

Spa...

...dissolution of the Roman empire, *Spain* was occupied by several of the barbarous tribes from Germany; and as successive hordes poured down on the country, bloody conflicts ... and the kingdom was distracted with revolut... The kingdom of the Goths subsisted the... In the year 713, the Moosulmans conquere... ...ths, and took possessi... on of Spain. Sever... ...rovinces however c...

বসতি করিল. এইহেতু ... স্বাধীন হইয়া, ...
রাজ্যের পরাক্রমের যে স্থা[ন] ... হি ... নয়াতে রহিল, ...
রোমের নানাপ্রদেশে উত্ত[র] ভাগ ... জাতিরা ... হইতে
বসতি ছিল. ... জর্মনি ... স্থানিয়ার

ইউরোপের প্রধান প্রদেশের [মধ্যে] ... [অধিক] ... লিখি.

ইতালি.

৪৭৬ সালে ওডসর রোম নগর [জয় করিল], ও বহু কালপর্য্যন্ত ইতালি দেশ নানা অধিপতির অধীন থাকিল এবং সেখানে নানা মহোপপ্লব হইল. ৭৮০ সনে মহাচার্ল্‌স, জর্মনির ... বাদশাহ, আপন সন্তান পিপিনকে ইতালি দেশের [রাজা করি]লেন. ইহার পর ইতালি দেশ ক্রমেং নানা মণ্ডলে বিভক্ত হই[ল] এবং তাহারা অদ্যপর্য্যন্ত বিভক্ত আছে. পাপানামে মহাধ্যক্ষের পারত্রিকবিষয়ে পরাক্রমের স্থান ইতালি দেশে আছে, এবং তাহার কতক প্রদেশে ... পাপার ঐহিক পরাক্রমও আছে.

স্পানিয়া.

রোম রাজ্য ভ্রষ্ট হইলে জর্মনিহইতে কতক অসভ্য জাতিরা আসিয়া স্পানিয়া দেশ অধিকার করিল, পরে অন্য অসভ্য জাতিরা তাহার উপরে দৌরাত্ম্য করিতে আইলে, মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং [অনে]ক উপপ্লবেতে দেশ বিরক্ত হইল. ঐ জাতিরদের মধ্যে ... নামে এক জাতিরদের রাজ্য অনহইতে বহু কাল রহিল. ... সনে মুসলমানেরা গথেরদিগের জয় করিয়া, স্পানিয়া

...ned a bloody contest ... red years, during the ...tinu... nce there. In 1492 Fer-... capital, and enjoy... the ...country. One hundred years ...undred thousand Moosul-m... Spai... nfiscated their property, by which they were altogether eradicated from the country.

Portugal.

Po...ugal became an independent kingdom in the ...054. It attained its highest degree of power and ... about the year 1530, when it engrossed greatest part of the trade then in the world; from ...me it has been gradually dwindling into insig...ance. In the year 1580, the king of Spain seized it; but sixty years after, it again asserted its independence. Several years ... the king, alarmed at the progress of Bonaparte, deserted his own country and carri... the seat of government to the Brazils in South America, one of the possessions of his crown.

Holl...

Holland continued for a long series of years subject to various revolutions, and passed into the han... of various masters. At length it fell under the ...

দেশাধিকার করিল. তথাপি কতক দেশ স্বাধীন রহিল, এবং কত কালপর্যন্ত মুসলমানেরা স্পানিয়াতে রহিল, অর্থাৎ আট শত বৎসর, ঐ স্বাধীন মণ্ডলের অধিপতিরা তাহারদের সহিত বিরোধ করিল. সন ১৪৯২ সালে ফর্দিনন্দ স্পানিয়ার রাজা, তাহারদের রাজধানী গ্রেনাদ নগর অধিকার করিল, এবং সর্ব্ব রাজ্য একাকী ভোগ করিল. এক শত বৎসর পরে ফিলিপ রাজা নয় লক্ষ মুসলমানেরদিগকে দেশহইতে দূর করিলেন, এবং তাহারদের সকল ধনাদি আপন ভাণ্ডারে আনিলেন; তাহাতে মুসলমানেরা একেবারে স্পানিয়া দেশহইতে উচ্ছিন্ন হইল.

পোর্তুগাল.

১৩৪ সনে পোর্তুগাল স্বতন্ত্র রাজ্য হইল; এবং ১৫৩০ সনে তাহার পরাক্রম এমত বর্দ্ধিষ্ণু হইল, যে তাহার পূর্ব্বাপর এমত ছিল না; যেহেতুক সে কালে পৃথিবীর তাবৎ বাণিজ্য প্রায় পোর্তুগীশেরদের হস্তে ছিল; কিন্তু তৎকালাবধি ক্রমেং তাহারদের ঐশ্বর্য্যের হ্রাস হইতেছে. ১৫৮০ সনে স্পানিয়ার রাজা সে দেশ আক্রমণ করিল; কিন্তু তাহারপর ষাটি বৎসর সে পুনর্ব্বার স্বাধীন হইল. কতক বৎসর হইল বোনাপার্তের নানা আক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া, তাহার রাজা আপন দেশ পরিত্যাগ করিলেন এবং দক্ষিণামেরিকাতে ব্রাজিলনামক তাহার এক দেশান্তর অধিকারে গিয়া, তিনি সেখানে রাজ্য করিতেছেন.

হলাণ্ড.

হলাণ্ড বহুকালপর্য্যন্ত নানা উপপ্লবে বিরক্ত হইয়া ভিন্নং অধিপতিরদের অধীন হইল. শেষে স্পানিয়ার রাজা তাহা অধিকার

of Spain, whose tyranny and religious persecutions occasioned a revolt. After a struggle of thirty years the Hollanders, in the year 1609, succeeded in establishing their independence. In the year 1814 they changed their government from a republic to a monarchy, and placed one of their noblest citizens on the throne

Germany.

In the year 800, Charlemagne ascended the throne of *Germany*, from which period it has always been under the authority of one sovereign. He was the son of Pepin, king of France, and having conquered Germany, Italy, and many other countries established a powerful empire. In the year 840, France was separated from Germany. The reign of Charlemagne is one of the most conspicuous events in the early history of Europe. It was celebrated for many hundred years by the poets of the South of Europe, in the same manner as the wars of Rama are preserved in so many Indian poems. Germany was however divided into distinct countries, under separate lords, who were considered subject to the general authority of the emperors, much in the same way as the Mahratta sovereigns acknowledged the supremacy of the Peshwa. In the year 1806, Bonaparte, the emperor of the French, dissolved this connection, made the various provinces independent, and changed the

করিল ; কিন্তু তাহার অযথার্থ শাসন এবং পারত্রিক বিষয়ে দৌরাত্ম্য হলাণ্ডীয়েরা সহিতে না পারিয়া, তাহার প্রতিকূলে উঠিল ; এবং ত্রিশ বৎসরপর্য্যন্ত তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া ১৬০৯ সনে তাহারা স্বাধীন হইল. ১৮১৪ সনে তাহারা সাধারণ সভার শাসন পরীবর্ত্ত করিয়া, রাজার শাসন অঙ্গীকার করিল, এবং আপনারদের মধ্যে অত্যুত্তম বংশজাত এক প্রজাকে সিংহাসনে বসাইল.

জর্ম্মনি.

৮০০ সনে চার্লস্ নামে মহারাজ জর্ম্মনির সিংহাসনারোহণ করিলেন ; তৎকালাবধি ঐ রাজ্য নিত্য একাধিপতির বশে আছে. তিনি ফ্রান্স দেশের পিপিন নামে রাজার সন্তান ছিলেন, ও তিনি ইতালি ও জর্ম্মনি ও অন্যং দেশ লইয়া এক মহারাজ্য স্থির করিলেন. ৮৪০ সনে জর্ম্মনিহইতে ফ্রান্স পৃথক্ এক রাজ্য হইল. ইউরোপের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্তের মধ্যে চার্ল্সের রাজত্ব অতিবিখ্যাত, এবং যেমন রামচন্দ্রের ক্রিয়া ভারতবর্ষীয় কাব্যেতে প্রসিদ্ধ আছে, তেমন ইউরোপের দক্ষিণ ভাগের কাব্যেতে চার্ল্সের কীর্ত্তির দুই তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত বর্ণনা হইয়া অতিপ্রসিদ্ধি ছিল. জর্ম্মনি এক রাজ্য হইয়াও স্বতন্ত্রং মণ্ডলে বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক মণ্ডলের প্রত্যেক অধিপতি ছিল ; যেমন মহারাষ্ট্র দেশের মণ্ডলের অধিপতিরা পেশ্বামহারাজের আজ্ঞানুসারে চলিত, সেইমত জর্ম্মনির অধিপতিরা তদ্দেশের বাদশাহের আজ্ঞানুসারে চলিত. ১৮০৬ সনে ফ্রান্সীয়েরদের বাদশাহ বোনাপার্ত্ত তাহারদের পরস্পর বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ করিলেন, এবং প্রত্যেক মণ্ডলের অধিপতিকে

name of the emperor, from that of Germany to that of the emperor of Austria, his hereditary dominions.

Denmark and Sweden.

Of *Denmark* our first regular accounts extend as far back as the year 1000. From that period it has been governed with little interruption by one sovereign. Norway was dismembered from it in the year 1814.

From the first establishment of *Sweden* about the 8th century, it has been at variance with its neighbour country Denmark, to which it has been sometimes subjected, and Denmark has been several times conquered by its sovereigns.

Poland.

Poland was first formed into a regular monarchy about the year 1000. The crown was not hereditary, which gave rise to endless disputes and wars. In the year 1795 its three neighbours, Russia, Prussia and Germany by an act of unparalleled injustice, divided its territory into three parts, and annexed it to their respective dominions, since which time though one of the most courageous people in Europe, amounting to sixteen millions, they have no place among the states of Europe.

স্বাধীন করিলেন, এবং তাহার জর্ম্মানির বাদশাহরূপ যে খেতাব তাহা পরিবর্ত্ত করিয়া, তাহাকে কেবল আস্ত্রিয়ার বাদশাহরূপে খ্যাত করিলেন; যেহেতুক আস্ত্রিয়া তাহার পৈতৃক অধিকার।

দেন্মার্ক ও স্বীদেন.

১০০০ সন অবধি দেন্মার্কের বিষয় সত্য বিবরণ আছে; তৎকালাবধি সমান ধারাবাহিকরূপে এক রাজার অধীন দেন্মার্ক আছে. সন ১৮১৪ সালে তাহার অন্তঃপাতি নর্বে দেশ তাহা হইতে পৃথক্ হইল.

১০০০ সনে স্বীদেন রাজ্য স্থাপিত হইল; তৎকালাবধি তাহার নিকটবর্ত্তি দেন্মার্কের সহিত তাহার নিত্য বিরোধ আছে. কখনং দেন্মার্ক স্বীদেনকে অধিকার করিয়াছে, ও কখনও স্বীদেন দেন্মার্ককে অধিকার করিয়াছে.

পোলণ্ড.

১০০০ সনে পোলণ্ড স্বতন্ত্র রাজ্য হইল; তাহারদের রাজারা পর্য্যায়ক্রমে সিংহাসনে বসিল না, কিন্তু পুজারা আপনং ইচ্ছানুসারে রাজা করিল, ইহাতে অশেষ বিরোধ ও যুদ্ধ উপস্থিত হইল. সন ১৭৯৫ সালে পোলণ্ডের নিকটস্থ রুষিয়া ও প্রুষিয়া ও জর্ম্মনির বাদশাহেরা, অসীম অন্যায় করিয়া, পোলণ্ড দেশ তিন ভাগ করিল ও আপনং দেশের সহিত সংলগ্ন করিল. তৎকালাবধি পোলণ্ডীয়েরা ইউরোপের মধ্যে অতিসাহসী হইয়া, এবং সংখ্যাতে এক কোটি ষাটি লক্ষ লোক হইয়াও, ইউরোপের রাজ্যের মধ্যে তাহারদের নাম নাই.

Prussia.

Prussia now one of the largest kingdoms in Europe, was a hundred and twenty years ago, an insignificant province of Germany. In the year 1701 its chief declared himself independent, from which period, by taking advantage of the weakness of the surrounding states, their kings have gradually enlarged their dominions at the expense chiefly of their neighbours.

Russia.

The various provinces of *Russia* were formerly subject to independent princes. In the year 1682 Peter became the sole sovereign of the whole country. It was formerly esteemed barbarous by the other nations of Europe, but by a series of improvements it is now civilized, and is esteemed the second power in Europe, and in the whole world.

France.

In the year 752, Pepin, the servant of the king of *France* deposed him and seized on the throne. In the year 987 Hugh Capet was elected to the crown and founded the present dynasty. In the year 1789, the king, oppressed with financial difficulties, called a general meeting of the states, by whom he was deposed, brought to a public trial and beheaded together with his queen and several members of his family. The

প্রুষিয়া.

প্রুষিয়া ইউরোপের মধ্যে এখন এক মহারাজ্য হইয়াছে, কিন্তু এক শত বিশ বৎসর হইল যে কেবল জর্ম্মণির এক অপুসিদ্ধ মণ্ডল ছিল. ১৭০১ সালে তাহার অধিপতি স্বাধীন হইল; তৎকালাবধি তাহার রাজারা আপনারদের চতুর্দ্দিস্থ রাজারদিগকে দুর্ব্বল দেখিয়া, তাহারদের পুদেশ কাড়িয়া লইয়া আপন রাজ্য বর্দ্ধিষ্ণু করিয়াছে.

রুষিয়া.

রুষিয়ার নানামণ্ডল পূর্ব্বকালে পৃথক্ ভূপতির অধীন ছিল; ১৬৮২ সালে পিতরনামে রাজা সকল দেশের একাধিপতি হইল. ইউরোপের অন্যং লোকেরা পূর্ব্বকালে রুষিয়ারদিগকে অসভ্যজ্ঞান করিত; কিন্তু এখন অনেক উদ্যোগের পর সভ্য হইয়াছে, এবং এই সময়ে ইউরোপে ও সুতরাং পৃথিবীর মধ্যে পরাক্রমে দ্বিতীয় রাজ্য হইয়াছে.

ফ্রান্স.

৭৫২ সালে ফ্রান্স দেশের রাজার চাকর পিপিন আপন প্রভুকে সিংহাসনহইতে নামাইয়া, আপনি রাজ্য আক্রমণ করিল. ৯৮৭ সনে হ্যু কাপেত নামে এক ব্যক্তিকে প্রজারা আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক সিংহাসনে বসাইল. এখন যে রাজা সিংহাসনে আছেন সে তাহার পূর্ব্বপুরুষ. ১৭৮৯ সনে রাজ্যের উপস্বত্বের ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে, রাজা প্রজারদের মহাসভা একত্র করিলেন. ঐ সভা শেষে রাজাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিল, ও তাহাকে অদালতে আনিয়া দোষীকৃত করিয়া তাহার ও তাহার পত্নীর ও তাহার

French then changed the form of their government, and established a republic and declared war with, and successively humbled all Europe, excepting England. In 1804, its most successful general Bonaparte became emperor, and made rapid strides to universal conquest. He madly attempted to conquer Russia in the depth of winter in 1812, where through the rigor of the season, the flower of his army perished; a blow which he never recovered, and which led to his dethronement in 1814. In 1815 he returned to France, and with six hundred men, retook the whole country without firing a ball, and ascended the throne. In June 1815, he was defeated by the English and confined by them on the island of St. Helena, from whence there is no hope of his return. The old family have again obtained the throne.

England.

When the Romans assailed at home by the barbarous tribes of northern Europe, were constrained to withdraw their troops from *England* to the defence of their own country, the Britons invited the Saxons from Germany to protect them from their enemies;

বংশের কতক লোকের মস্তকচ্ছেদন করিল. অপর ঐ সভা একাধিপতির শাসনে অস্বীকৃত হইয়া সাধারণ শাসন স্থাপন করিল, এবং তাবৎ ইউরোপের সহিত যুদ্ধ প্রকাশ করিল, ও ইংগ্লণ্ড ভিন্ন তাবৎ ইউরোপকে নম্র করিল. ১৮০৪ সনে বোনাপার্ত ফ্রান্স দেশের প্রধান জয়ী সেনাপতি, আপনাকে বাদশাহ্ করিলেন, ও তাবৎ পৃথিবীকে আপন অধীন করিতে উদ্যোগ করিলেন. ১৮১২ সনের শীতকালে প্রমাদরূপে রুষিয়া দেশ আক্রমণ করিতে গেলেন, সেখানে অতিশীতপ্রযুক্ত তাহার সৈন্যের উৎকৃষ্ট ভাগ মারা পড়িল, এবং সে দায়হইতে তিনি উত্তীর্ণ কখন হইলেন না কিন্তু ১৮১৪ সনে রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন. ১৮১৫ সনে তিনি ছয় শত সৈন্য সমেত ফ্রান্সে পুনর্ব্বার আইলেন, এবং এক গুলিও না মারিয়া দেশ জয় করিয়া সিংহাসনে বসিলেন. ১৮১৫ সালের জুন মাসে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহাকে যুদ্ধে জয় করিয়া সেন্ত হেলিনা নামে উপদ্বীপে তাহাকে কএদ করিল, তিনি যে সেখানহইতে পুনর্ব্বার মুক্ত হন এমত ভরোসা কিছু নাই. ফ্রান্স দেশের প্রাচীন বাদশাহের বংশ্য এখন সিংহাসনে বসিয়াছেন.

ইংগ্লণ্ড.

যখন রোমাণ লোকেরদের উপরে ইউরোপের উত্তর ভাগস্থ অসভ্য জাতিরা এমত আক্রমণ করিল যে আপনারদের দেশরক্ষার্থে ইংগ্লণ্ডহইতে আপনারদের তাবৎ সৈন্য স্বদেশে আনিবার আবশ্যক তাহারদের হইল, তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা আপনারদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধাসমর্থ হইয়া জর্ম্মণি দেশহইতে সাকসনেরদিগকে আহ্বান

who after their arrival, instead of protecting the country from its invaders, took possession of it, and inviting fresh hordes from their own villages, formed seven kingdoms. About the year 800, all these kingdoms were united under one sovereign, whose descendants enjoyed the government for more than two hundred years. In the year 1066, William, of Normandy, a province in France, having conquered England took possession of the throne. His descendants enjoy it to this day.

At this time nearly the whole of Europe was in a state of darkness. The petty wars and revolutions which occurred, are too numerous to admit of a detail. The only people among whom knowledge flourished were the Moosulmans who had conquered Spain.

From the sack of Rome by Odoacer to the reign of Pepin, the various tribes who had settled in the Roman provinces were engaged in perpetual wars among each other. In process of time however, they became settled, and gradually acquiring a firm establishment in their respective countries, began to assume the form of regular and organized governments.

This period is likewise remarkable for the rise of the Bishop of Rome. He had made the first acquisition of temporal power several years before, but from this

করিল ঐ সাকসনেরা ইংগ্লণ্ডে পঁহুছিলে দেশ রক্ষার চেষ্টা না করিয়া, আপনারা ঐ দেশাধিকার করিল এবং আপন গ্রামাদি হইতে অন্যং সাকসন লোকেরদিগকে আনাইয়া ইংগ্লণ্ড দেশে তাহারা সাত রাজ্য স্থাপন করিল. ৮০০ সনে সেই সাত রাজ্য একাধিপতির অধীন হইল; তাহার সন্তানেরা দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত সিংহাসন ভোগ করিল. ১০৬৬ সালে ফ্রান্স দেশের অন্তর্গত নর্মণ্ডীর অধ্যক্ষ উইল্যম ইংগ্লণ্ড জয় করিয়া সিংহাসনাক্রমণ করিল, তাহার সন্তান অদ্যাপি রাজসিংহাসনে বসিয়াছেন.

এই কালে তাবৎ ইউরোপ অন্ধকারে মগ্ন ছিল এবং ক্ষুদ্রং এত যুদ্ধ উপস্থিত হইল যে তাহা লিখিবার স্থান দুর্লভ. যে মুসলমানেরা স্পানিয়া দেশ জয় করিয়াছিল তাহারদের মধ্যেমাত্র জ্ঞানের উদ্রেক ছিল.

ওডেসর রাজার রোম নগরাক্রমণাবধি পিপিন রাজার রাজত্ব পর্য্যন্ত যে সকল জাতিরা রোমের নানা প্রদেশে বসতি করিল, তাহারা পরস্পর সমর করিল. কালক্রমে তাহারা স্থির হইল এবং তাহারা নানা দেশেতে স্থৈর্য্যরূপে বসতি করিয়া সামণ্তম্যরূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিল.

এই সময়ও রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষের বর্দ্ধিষ্ণুতা হওনেতে অতিপ্রসিদ্ধ হইল. ইহার কতক বৎসর পূর্ব্বে রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ঐহিক পরাক্রমপ্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু এই কালাবধি ইউরোপের নানা জাতির

time, he began to assume a very important place in the European commonwealth. Of all the events which have happened in Europe, the establishment of the papal power is perhaps the most remarkable as well as the most important as it respects its influence on the character of the people.

Of the Establishment of the Papal Power.

When Christ had revealed to mankind the true way of salvation, he commanded his disciples to carry the news of it into every corner of the world, and directed that the teachers of it should call no man master on earth, but consider each other as brethren, and should teach no other doctrine but that contained in the Sacred Scriptures. After the death of Christ, the idolaters in various countries persecuted his followers in every possible form; their public teachers were of course the first victims. In spite of these persecutions, however, the natural ambition of the human mind began early to manifest itself among them, and within a hundred years after the death of Christ, the teachers in the great cities began to consider themselves superior to their brethren, and to assume spiritual authority over them. This assumed authority daily gained ground in the church, and became more and more firmly established; and though it related simply to spiritual concerns, and was not

মধ্যে সে উন্নত হইতে লাগিল. ইউরোপের মধ্যে যে নানা কীর্ত্তি হইয়াছে তাহার মধ্যে ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষের পরাক্রমস্থাপন অত্যাশ্চর্য্য, এবং তাহার দ্বারা লোকেরদের স্বভাব পরীবর্ত্ত হওয়াতে সে অধিক মহাকর্ম্ম.

রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষের পরাক্রমস্থাপন.

যখন খ্রীষ্ট মানুষেরদের প্রতি সত্যরূপ পরিত্রাণের পথ প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি তাহার সমাচার পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতে আপন শিষ্যেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, এবং আরো আজ্ঞা করিলেন যে আপন মতের উপদেশকেরা পারত্রিক বিষয়ে কোন ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ করিয়া মানিবেক না, কিন্তু অন্য উপদেশককে আপন ভ্রাতৃজ্ঞানে মানিবেক এবং ধর্ম্মপুস্তকভিন্ন আর কোন উপদেশ শিক্ষা করাইবেক না. খ্রীষ্টের মরণের পর নানাবিধ দেবপূজকেরা তাহার শরণাগত লোকেরদিগকে নানামতে অত্যন্ত দুঃখ দিল, ইহাতে উপদেশকেরা সুতরাং প্রথম মারা পড়িল. এই বিবিধ দুর্ঘটনা হইলেও মানুষের যে স্বাভাবিক পরাক্রমের চেষ্টা তাহা তাহারদের মধ্যে ঝটিতি উপস্থিত হইল, এবং খ্রীষ্টের মরণের পর এক শত বৎসর বৃহৎ২ নগরস্থ উপদেশকেরা মফস্সলে স্থিত আপনং ভ্রাতৃহইতে আপনারদিগকে বড় করিয়া মানিতে লাগিল, ও তাহারদের উপরে পারত্রিক কর্তৃত্ব করিতে লাগিল. এই অনুচিত কর্তৃত্ব দিনেং বাড়িতে ও স্থির হইতে লাগিল. এই পরাক্রম কেবল পারত্রিক বিষয়ে ছিল ও ঐহিকের পরাক্রম ঐ উপদে

backed by temporal power, men began to consider these elevated situations as valuable, and to strive to obtain them. Within three hundred years after the death of Christ, his commands on this head were universally disobeyed, and the church was divided into separate sections over each of which one spiritual guide presided, and over several of these some other bishop of a large city exercised supreme authority. While the teachers of religion continued independent of each other, they exercised the most exemplary virtue; but as soon as they submitted to a superior in matters of faith and these offices acquired importance, they became objects of desire and wicked men crept into them, with no other object in view but the indulgence of their own ambition.

About three hundred years after the death of Christ, Constantine establisned the Christian religion throughout the empire by his imperial authority; and manifested the highest respect toward the various bishops of the church; which naturally increased the desire to obtain these places of profit and influence. This led in a short time to the assumption of power over other bishops by the Bishop of Rome, under the pretext that as in temporal affairs the provinces submitted to the seat of power, so ought the churches to submit in all spiritual affairs to his decision as Metropolitan Bishop. When the empire was divided, the chief Bishop of Constantinople exercised the same authority over his suffragan

কের হাতে ছিল না; তথাপি ঐ সব লোকেরা বড় করিয়া মানিতে লাগিল ও তল্লাভার্থ বহুদ্যোগ করিতে লাগিল. খ্রীষ্টের মরণের তিন শত বৎসর পর তাহার এই বিষয়ে যে আজ্ঞা ছিল সে আজ্ঞা ভঙ্গ সর্ব্বত্র হইল, এবং মণ্ডলীরা ভাগেং বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগের উপরে প্রত্যেক ধর্ম্মাধ্যক্ষ স্থাপিত হইল, এবং ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষেরদের উপরে প্রধান কোন এক নগরস্থ ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা প্রভুত্ব করিতে লাগিল. যে পর্য্যন্ত উপদেশকেরা স্ববশে থাকিল তাহারা অতিসৌজন্যরূপে তত কালক্ষেপণ করিল, কিন্তু যখন তাহারা পারত্রিক বিষয়ে অন্যকে বড় করিয়া মানিতে লাগিল তখন এই উচ্চপদ লোকেরদের গোচরে অতিবাঞ্ছনীয় হইল, এবং দুষ্ট লোক কেবল পরাক্রম লোভে সেই পদ আক্রমণ করিল.

খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর তিন শত বৎসর কনস্তান্তীন বাদশাহ আপন আজ্ঞাতে রোম দেশের সর্ব্বত্র খ্রীষ্টের মত স্থাপন করিল, এবং মণ্ডলীর নানা ধর্ম্মাধ্যক্ষেরদিগকে অত্যন্ত আদর করিতে লাগিল, তাহাতে বহু বশীকারক ও বহু লাভাস্পদ যে ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ তাহার কারণ অনেকের অধিক স্পৃহা হইল. ইহাতে অল্প দিনের পরে রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষ অন্য ধর্ম্মাধ্যক্ষেরদের উপরে ইহা কহিয়া প্রভুত্ব করিতে লাগিল, যে যেমত নানা প্রদেশ ঐহিক বিষয়ে রোম রাজধানীকে মানিত সেইমত পারত্রিক বিষয়ে ঐ নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষকে অন্য নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষেরদের মান্য উপযুক্ত. যখন রোম রাজ্য দুই খণ্ড হইল তখন কনস্তান্তীনোপলের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ এক ধর্ম্মাধ্যক্ষেরদের উপরে কর্তৃত্ব করিল, এবং রোমের ধর্ম্মা

bishops as the pope of Rome did over those within the limits of the western empire. At length he assumed the title of Papa, or father; and having crowned Charlemagne emperor of the west, received from him, as it is said, a grant of land in Italy. But his temporal power was never very great; it was by the amazing authority which in a dark age he assumed over the consciences of Catholics in the various countries of Europe, that the see of Rome became so important. The various popes did not succeed each other by hereditary descent, but were elected to it by their brethren, the Cardinals. They pursued without deviation the enlargement of their own power, and wherever the government of any country waxed feeble, they eagerly embraced the opportunity of establishing their spiritual authority more strongly.

Of the Dark Ages.

From the year 500 and onward for nearly a thousand years, Europe was involved in such darkness and barbarism, that this period has been designated 'the dark ages.' The knowledge and cultivation which had distinguished the Romans, were extinguished by the barbarous tribes who succeeded them. The small portion of knowledge which did exist, was preserved only among the priests; the rest of the people from the lowest to the highest were so completely bu-

পশ্চিম খণ্ডের ধর্ম্মাধ্যক্ষেরদের উপরে সেই রূপে প্রভুত্ব করিতে লাগিল. অপর সে আপনাকে পাপানামে অর্থাৎ পিতা নামে খ্যাত করিল, এবং মহাচার্ল্মকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল এবং, সে কহে যে ঐ রাজাহইতে ইতালি দেশে কতক ভূমি সে পাইল. পাপার ঐহিক পরাক্রম কখনও অধিক ছিল না; কিন্তু অন্ধকারময় সময়ে তাহার মতাবলম্বি নানা দেশীয়েরদের মনের উপরে যে আশ্চর্য্য কর্তৃত্ব করিল তাহাতেই রোমের অধ্যক্ষতা বর্দ্ধিষ্ণু হইল. পাপারা পর্য্যায়ক্রমে সে পদপ্রাপ্ত হয় নাই কিন্তু তাহারদের বিচক্ষণতাপ্রযুক্ত আপন সহায়গণের মধ্যে অনেক মনোনীত করিয়া সেই পদাভিষিক্ত করিল. তাহারা অন্যমনস্ক না হইয়া আপনং পদের পরাক্রমবৃদ্ধির চেষ্টা সতত করিল. যখন তাহারা দেখিত যে কোন দেশের অসামঞ্জস্য উপস্থিত হইয়াছে, তখনি সেখানে আপনারদের পারত্রিক পরাক্রম দৃঢ় করিত.

অন্ধকারময় কাল.

৫০০ সাল অবধি তারপর হাজার বৎসর তাবৎ ইউরোপ এমত অন্ধকারে ও অসভ্যতাতে মগ্ন হইয়াছিল, যে সে সময়ের নাম অন্ধকারময় করিয়া লোকে কহে. ইউরোপের উত্তর ভাগস্থ অসভ্য জাতিরা রোম রাজ্যের সহিত রোম রাজ্যের সভ্যতা ও বিদ্যা নির্ব্বাণ করিল; যে অল্প বিদ্যা অবশিষ্ট থাকিল, সেও উপদেশকের দের আয়ত্তমাত্র ছিল. অন্য সমস্ত লোকেরা মহদবধি ক্ষুদ্রপর্য্যন্ত

ried in ignorance that scarcely one man in a thousand could read. It was in the midst of this intellectual darkness, that the power and influence of the pope became predominant. As all learning was in the possession of the priests, who were viewed by secular men with extraordinary awe and veneration, and as they were entirely devoted to their chief at Rome, it is easy to imagine to what an extent his power and influence must have reached. With a view to increase the authority of the priesthood, he forbad the common people to read the scriptures, and directed that they should always be accompanied with the comments of the clergy. The public services of religion were performed throughout Europe in the Latin tongue, a language with which the common people were unacquainted. To preserve the priesthood firm in the interest of the pope, they were forbidden to marry, that no secular entanglements might detach them from their subserviency to him. Between heaven and hell they erected an intermediate state, called purgatory, and taught that men immediately after death entered upon this state, from which they were liberated and removed to heaven only by the prayers of the priests, to obtain which, great sums of money were necessary. To this however mankind in those dark ages were not indisposed, as they were supposed to hold in their hand the keys of heaven and hell. In every corner of Europe establishments were formed where these priests

মত অজ্ঞানকূপে মগ্ন ছিল, যে সহসু লোকের মধ্যে এক জনও পঠিতে পারিত না. এই মনের অন্ধকার সময়ে পাপার পরাক্রম ও বশতা বর্দ্ধিষ্ণু হইল. উপদেশকেরদের মধ্যে কেবল বিদ্যা ছিল; তাহারা রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষেরদের নিতান্ত বশীভূত ছিল; ঐহিক লোকেরা ঐ উপদেশকেরদিগকে অত্যন্ত ভয় ও ভক্তি করিত; ইহাতে অনুমান করা যায় যে কিপর্য্যন্ত রোমের পাপার পরাক্রম ও বশতাবৃদ্ধি হইল. এবং উপদেশকের পদের সম্ভ্রমের নিমিত্ত পাপা ঐহিক লোকেরদিগকে ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতে নিষেধ করিল, এবং আজ্ঞা করিল যে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিবার সময়ে উপদেশকেরদের অর্থ সমেত পাঠ করিবেক. তাবৎ ইউরোপে যত প্রার্থনাপ্রভৃতি সকল লাটীন ভাষাতে হইত সে ভাষা সামান্য লোকে বুঝিতে পারিত না. এবং ঐহিক সম্বন্ধদ্বারা উপদেশকেরা পাপার বশতা ত্যাগ না করেও তাহার বশতাতেই বদ্ধ চিরকাল থাকে, এই নিমিত্ত তাহারদিগকে বিবাহ করিতে বারণ করিল. সে স্বর্গ ও নরক, এই উভয় স্থানের মধ্যে এক পরগটরি নামে মিথ্যা স্থান কল্পনা করিল; অর্থাৎ দোষ পরিস্কার করিবার স্থান, এবং লোকেরদিগকে শিক্ষা করাইল যে লোকেরা মরণান্তে ঐ স্থানে প্রবেশ করে, পরে উপদেশকেরদের প্রার্থনানুসারে সেখানহইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে উঠে. উপদেশকেরদের এই প্রার্থনার নিমিত্ত লোকেরা তাহারদিগকে যথেষ্ট বেতন না দিলে নয়. কিন্তু সেই অন্ধকারসময়ের লোকেরা উপদেশকেরদিগকে এইরূপ বেতন দিতে অনিচ্ছুক ছিল না, যেহেতুক তাহারা নিশ্চয় জানিত যে এই উপদেশকেরদের হাতে স্বর্গ ও নরকের চাবি আছে. ইউরোপের সর্ব্ব স্থানেতে আলয় হইল

resided in the utmost luxury, and turned the wealth of their credulous followers into their own treasury. The pope instituted a new court, called the Inquisition, to which any man was amenable who spoke against the irregularity of the priests, the falsehood of their doctrines, or who questioned the infallibility of the pope. At the end of the year the unhappy victims who had been condemned by it were collected together and burnt. From the establishment of this tribunal to the present time, it is calculated that more than a million have suffered death through it.

The popes thus imposed a yoke of iron on the sovereign princes of Europe. Those who refused to yield implicit obedience to them, were by their decree dethroned, their subjects released from their oath of allegiance, and the crown given to any prince who could seize it. They considered the whole world to belong to them as vicars of Christ, and assumed the authority (which however was seldom acknowledged) of disposing of kingdoms at their will. In several instances these haughty pontiffs caused the kings of Europe to hold their stirrups while they mounted their horses. On one occasion

সেখানে এই উপদেশকেরা অতিশয় সুখে বাস করিত, এবং তাহার
দের মতাবলম্বি লোকেরদিগের ভাণ্ডারহইতে ধন লইয়া আপনার
দের ভাণ্ডার পূর্ণ করিত. পাপা অন্য এক অদালত সৃষ্টি করিল যে
তাহার নাম ইনক্বিজিসন; যদি কোন ব্যক্তি ঐ উপদেশকেরদের কদা
চার প্রকাশ করিত, কিম্বা তাহারদের উপদেশ মিথ্যাজ্ঞান করিত,
অথবা কহিত যে পাপা অভ্রান্ত নহে, তবে তাহারা ঐ অদালতের
বিচারানুসারে বিচারিত হইত. বৎসরান্তে যেং অভাগ্যবান ব্যক্তি
ঐ অদালতে দোষী স্থির হইত তাহারদিগকে একত্র করিয়া দগ্ধ ক
রিত; সেই অদালত স্থাপনাবধি অদ্যপর্য্যন্ত লেখা করিয়া জানা গেল
যে তাহার আজ্ঞাতে দশ লক্ষ লোকের অধিক মারা পড়িয়াছে.

পাপারা ইউরোপের নানা রাজারদিগকে লৌহশৃংখলে বদ্ধের মত
করিয়া রাখিত. যেং রাজারা তাহারদের আজ্ঞানুসারে নিশ্চয় চলিতে
অসম্মত হইত, তাহারদিগকে আপন আজ্ঞাতে রাজ্যহইতে অনধি
কারী করিত এবং পাপারদের আজ্ঞানুসারে প্রজারাও সেইং রাজার
দের দায়হইতে মুক্ত হইত; যে ব্যক্তি সেইং রাজার রাজ্য
আক্রমণ করিতে সমর্থ হইত পাপা তাহাকেই সেই রাজ্য দিত.
তাহারা আপনারদিগকে খ্রীষ্টের প্রতিনিধিরূপে জ্ঞান করিয়া ভা
বিত যে সকল পৃথিবী আমারদের. তাহারা এই পরাক্রম আ
পনারদের উপরে লইল, যে ইউরোপের নানা রাজ্য যাহাকে বাসনা
করিত তাহাকেই দিতে পারিত; কিন্তু ইউরোপের রাজারা এই
মিথ্যা পরাক্রম প্রায় কখনও স্বীকার করিত না. কখনং ঐ অহ
ঙ্কা[illegible]ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা আপনং ঘোটকারোহণ করিবার সময়ে ঘোট

having placed the crown on the head of a king; the pope kicked it off again, saying 'by me kings rule and princes decree judgment.' To such a heighth of insolence and pride had these men risen, while they styled themselves the servant of the servants of God.

Of the Crusades, or the deliverance of Jerusalem from the Turks.

One of the most remarkable events on record occurred about the year 1080. The tomb of Christ in the city of Jerusalem was considered in those days of ignorance a place of great sanctity, and was therefore visited by a large number of pilgrims. A short time before the event of which we are about to speak, Jerusalem had been conquered by the Moosulmans, who greatly annoyed the Christian pilgrims. A hermit of the name of Peter having visited the tomb, and beheld the indignities to which they were subject, was filled with holy indignation, and on his return to Europe, recited their circumstances to the pope, and offered to travel over the continent and excite its inhabitants to deliver the sacred city from the yoke of Moosulmans. The pope very readily entered into the scheme, and promised the remission of their sins to all who should engage in the expedition. Strengthened with this promise, Peter travelled every where, recounting the

কের রেকার ইউরোপের রাজারদিগকে ধরিতে দিল. এই সময়ে ঐ পাপা এক রাজার মস্তকোপরি মুকুট দিয়া পরে আপন পদাঘাত দ্বারা তাহা ফেলিয়া দিয়া কহিল, যে আমার দ্বারা রাজারা রাজ্য করে ও অধ্যক্ষেরা ধর্ম্ম শাসন করে; এবং তাহারা আপনারদিগকে ঈশ্বরসেবকের সেবাকারী নামে খ্যাত করিয়া এই মত অহঙ্কার ও গর্ব্বপর্য্যন্ত উঠিল.

ক্রুশাদ অর্থাৎ তুরুকেরদের হাতহইতে যিরুশালমের উদ্ধার.

পূর্ব্বকালীন ইতিহাসের মধ্যে আশ্চর্য্য এক কীর্ত্তি ১০৮০ সনে হইল. যিরুশালমস্থিত খ্রীষ্টের কবর সে অন্ধকার সময়ে মহাতীর্থজ্ঞান করিয়া লোকেরা মানিত এবং অনেক২ যাত্রিক লোকেরা সেখানে যাইত, আমরা যে কীর্ত্তির বিষয় কহিব. তাহার পূর্ব্ব কতক বৎসর যিরুশালম নগর মুসলমানেরদের হস্তগত হইল ও তাহারা খ্রীষ্টিয়ান যাত্রিকেরদিগকে অনেক দুঃখ দিল. পিতর নামে এক বাণপ্রস্থ ব্যক্তি ঐ কবর দর্শন করিতে গেল, ও খ্রীষ্টিয়ানেরদের নানা দুঃখ দেখিয়া তাহার মনে ধর্ম্মোদ্বেগ উপস্থিত হইল; এবং সে পুনর্ব্বার ইউরোপে আসিয়া এই সম্বাদ পাপাকে কহিল ও পাপাকে এই অনুরোধ করিল, যে তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি সর্ব্বত্র ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া সকলকে প্রবৃত্ত করাইব যে ঐ ধর্ম্মনগর মুসলমানেরদের হাতহইতে উদ্ধার করে. পাপা ইহাতে অতিসম্মত হইল এবং ঐ কর্ম্মে যে২ যাইবে তাহারদের সকল পাপ মোচন অঙ্গীকার [illegible]. এই অঙ্গীকার পাইয়া পিতর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল ও [illegible]কেরদের নানাদুঃখ সকল লোককে জানাইল, এবং সকল

miseries to which the pilgrims were subject, and stirring up the minds of the people against their oppressors; in which he succeeded to such a degree, that all Europe seemed to burn with ardor to liberate the holy sepulchre from the control of the infidels. Enflamed with this spirit, men in every country selling their houses and lands, and forsaking their families prepared to follow Peter into the holy land. Those who engaged in this enterprize, had the form of a cross impressed on their garments, and the object of their journey was called a Crusade. Peter collecting three hundred thousand men, placed himself at their head and marched into Palestine. But having made no provision for the support of this immense multitude on the journey, the crusaders were obliged to pillage the villages through which they passed, which occasioned many conflicts and a considerable loss of men. Very few arrived before Jerusalem, and as they were unprovided with weapons, and subject to no military discipline, the greater number fell beneath the swords of the Moosulmans. After that, followed the sovereigns of Europe, whom Peter had enflamed with the same ardor, at the head of their subjects regularly organized. When they arrived on the plains of Asia and reviewed their troops, they found them to amount to 700,000 men. With these they overcame the Moosulmans, opened the sepulchre to the free access of pilgrims and having formed the country into a king-

লোকের মনে তাহারদের দুঃখদায়কেরদের প্রতি ক্রোধ করাইল, এবং তাহার উপদেশেতে এই ফল হইল যে তাবৎ ইউরোপস্থ লোকেরদের মন সেই অবিশ্বাসি মুসলমানেরদের হাতহইতে সেই ধর্ম্ম কবর উদ্ধার করিবার নিমিত্ত জ্বলিতে লাগিল. এই বায়ুতে উন্মত্ত হইয়া সকল দেশে লোকেরা আপনং ঘর ও ভূমি বিক্রয় করিয়া, আপনং পরিজন পরিত্যাগ করিয়া, কনআন দেশে পিতরের পশ্চাৎ যাইতে প্রস্তুত হইল. যাহারা এই কর্ম্মে গেল তাহারদের পরিচ্ছদের উপরে একটা ক্রুশের চিহ্ন ছিল. তৎপ্রযুক্ত তাহারদের এই কর্ম্মের নাম ক্রুশাদ খ্যাত হইল. পিতর তিন লক্ষ লোক একত্র করিয়া তাহারদের সেনাপতি হইয়া কনআন দেশে প্রস্থান করিল, কিন্তু পথে এই বহুসংখ্যক সৈন্যের আহারের কারণ কিছু দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিল না, এইহেতুক তাহারা যেং গ্রাম দিয়া প্রস্থান করিল সেইং গ্রাম লুট করিবার আবশ্যকতা হইল, ইহাতে ঐ গ্রামীণ লোকেরদের সহিত যুদ্ধ হইল তাহাতে অনেক লোক মারা পড়িল. অতএব য়িরূশালমপর্য্যন্ত অত্যল্প সৈন্য পঁহুছিল এবং তাহারদের স্থানে যুদ্ধসজ্জা তাদৃক ছিল না ও তাহারা রীতিপূর্ব্বক যুদ্ধ করিল না, তৎপ্রযুক্ত তাহারদের অধিক ভাগ মুসলমানেরদের তলোবারে মারা পড়িল. ইহাতে ইউরোপের যে রাজারদের মনে পিতর এই বায়ু জন্মাইয়াছিল, তাহারা আপনং প্রজারদিগকে সৈন্য প্রস্তুত করিয়া পুনর্ব্বার য়িরূশালমে প্রস্থান করিল. যখন তাহারা আসিয়ার মাঠেতে পঁহুছিল তখন তাহারা আপনারদের সৈন্য সাত লক্ষ গণিয়া দেখিল. এই সৈন্যের দ্বারা তাহারা মুসলমানেরদিগকে পরাজয় করিল, এবং

dom, established a king of their own. The Moosulmans, though driven out of Jerusalem, were not altogether subdued, but continued to maintain a contest with the Christians, by which their numbers were gradually thinned, and very few of this vast army ever returned home. The rage for crusades continued for nearly two hundred years; and seven or eight successive armies left Europe for Jerusalem, to preserve the conquests which had been gained. The ardor gradually died away; men began to perceive the folly of undertaking a distant and difficult journey for the empty honor of keeping possession of a sepulchre; the pilgrimage itself soon fell into disuse, and after the sacrifice of more than two millions of men, Jerusalem relapsed into the hands of the Moosulmans, under whose authority it continues to this day.

Of the Progress of knowledge in Europe.

After the crusades, three great events occurred in Europe, the effects of which were felt through every corner of it, and contributed to that astonishing elevation in knowledge and power which Europe at this day enjoys. In the year 1468, the Turks took Constantinople, the only city in which Greek learning was cultivated, and the incomparable writings of the ancient Greeks. When the city fell into their

যাত্রিক লোকেরদের অনায়াসে দর্শনের নিমিত্ত কবর খোলাসা করিল; এবং সে দেশে আপনারদের পক্ষীয় এক রাজা স্থির করিয়া সিংহাসনে বসাইল. মুসলমানেরা তাহার দর দ্বারা য়িরুশালম হইতে দূর হইলেও তচ্চতুর্দিকে থাকিয়া, খ্রীষ্টিয়ান লোকেরদের সহিত নিত্য যুদ্ধ করিতে লাগিল; ইহাতে অনেক খ্রীষ্টিয়ান লোক মারা পড়িল, এবং এই মহাসৈন্যের অত্যল্প লোক ফিরিয়া ঘরে আইল. ক্রুশাদের নিমিত্ত লোকেরদের যে বায়ু সে দুই শত বৎসরপর্য্যন্ত রহিল, এবং যে দেশ তাহারা অধিকার করিয়াছিল সে দেশ রক্ষার্থ ইউরোপহইতে য়িরুশালমে সাত আটবার সৈন্য গেল. ক্রমেং লোকেরদের সে বায়ু নিবৃত্ত হইল, এবং এক কবর মাত্র আপন আয়ত্ত রাখিবার মিথ্যাসম্ভ্রমের জন্যে দূর দেশে যাওয়াতে, ও নানা উৎপাত ভোগ করাতে উন্মত্ততা লোকেরদের অনুভবে আইল. পরে ক্রমেং সে তীর্থদর্শনও লুপ্ত হইল এবং বিশ লক্ষ লোক সংহার হইলে, পর য়িরুশালম পুনর্ব্বার মুসলমানেরদের হস্তগত হইল, ও অদ্যপর্য্যন্ত তাহারদের বশীভূত আছে.

ইউরোপে জ্ঞানোদয়ের বিষয়.

ক্রুশাদের পর ইউরোপে তিন মহাকর্ম্ম হইল তাহার উপস্বত্ব তাবৎ ইউরোপ ভোগ করিল, এবং ইউরোপে এখন যে বিদ্যা ও পরাক্রম বাহুল্য হইয়াছে তাহার মূল সেই তিন কর্ম্ম. ১৪৫৩ সনে তুরুকেরা কন্স্তান্তীনোপল নগর আক্রমণ করিল; কেবল সে নগরে গ্রীক বিদ্যা চলন ছিল, এবং গ্রীকেরদের অনুপম গ্রন্থ পাঠ করা যাইত. যখন সেই নগর তুরুকেরদের অধীন

hands, the learned men who resided there, fled with their knowledge and their books into the various countries of Europe, where they established seminaries, and introduced the study of Greek. On this, a desire gradually arose for genuine learning and knowledge, and the dark clouds of ignorance which had for so long a time overshadowed the whole of Europe, began to disperse, and the sun of knowledge to dawn upon it. After this period, the languages of Europe underwent a gradual improvment, and learning obtained that firm foundation, through means of which the nations of Europe have been since impelled forward in a course of steady improvement.

Of the Deliverance from Popery.

About the year 1400, knowledge began once more to dawn on Europe. A few years after, the art of printing was discovered, and men began to read, and to examine for themselves, especially into the power claimed by the popes. About the year 1510, Martin Luther an inhabitant of Germany boldly proclaimed that the authority of the pope was illegal and contrary to scripture, and unfolded to the world all the iniquities which had been committed under the sanction of this authority. The effect of his preaching and of that of his friends and followers was, that in about fifty years, one half of Europe renounced all allegiance to the pope, and taking the scriptures for

হইল, তখন যে পণ্ডিতেরা সেখানে ছিলেন তাহারা আপন বিদ্যা ও গ্রন্থ লইয়া পলাইলেন, এবং ইউরোপের নানা দেশে আশ্রয় চেষ্টা করিলেন এবং সেই২ প্রদেশে পাঠশালা করিয়া গ্রীক ভাষা শিখাইতে লাগিলেন. ইহাতে প্রকৃত জ্ঞান ও বিদ্যার চেষ্টা ক্রমেং হইল, এবং যে ঘোর অজ্ঞান মেঘ ইউরোপকে এত কালপর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছিল সে মেঘ ক্রমেং দূর হইতে লাগিল এবং বিদ্যা দিবাকরোদয় হইতে লাগিল. এই কালাবধি ইউরোপের নানা ভাষার অধিক চলন ও সংস্কার হইল, এবং এমত বিদ্যা দৃঢ় স্থাপন হইল যে তাহার দ্বারা সে কালাবধি ইউরোপীয় লোকেরা বিদ্যাতে অগ্রগামী নিত্য হইতেছে.

পাপার পরাক্রমহইতে উদ্ধার.

অনুমান ১৪০০ সনে ইউরোপে বিদ্যোদয় হইতে লাগিল, তাহার কতক বৎসর পর ছাপাকর্ম্ম সৃষ্টি হইল, এবং লোকেরা অনেকে পড়িতে আরম্ভ করিল, ও আপনারদের মধ্যে সদসদ্বিবেচনা করিতে লাগিল, এবং পাপার পরাক্রম সত্য মিথ্যা দেখিতে লাগিল. পরে ১৫১০ সনে মার্টিন লুথর নামে জর্ম্মণি দেশের এক ব্যক্তি প্রকাশ করিল যে পাপার পরাক্রম অনুপযুক্ত, এবং ধর্ম্মপুস্তকের বিপরীত এবং পাপার আজ্ঞাতে যত কুকর্ম্ম হইয়াছিল সে সকল লোকেরদের মধ্যে প্রকাশ করিতে লাগিল. তাহার ও তাহার মিত্রের ও তাহার শিষ্যের উপদেশেতে এই ফলোদয় হইল, যে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপের অর্দ্ধেক লোক পাপার মত ত্যাগ করিয়া, আপনারদের

their guide, instituted another mode of worship, more agreeable to its precepts. France, Italy, Germany, Spain, Portugal, and Poland are however at this day under the spiritual control of the pope; but the light of knowledge which Europe enjoys, has introduced a degree of reform even into the Catholic religion itself.

Of the Origin of Printing.

The rays of knowledge which through the preceding events had dawned on Europe might however have been quenched, had not the art of Printing been discovered about this time. By means of it, the works of the ancients, those grand repositories of taste and elegance, were preserved from ever being lost to mankind. The price of books was hereby greatly reduced, which placed the means of acquiring knowledge within reach of the great bulk of the people. The new discoveries, which were made, were by this art preserved from oblivion, and rapidly circulated throughout Europe. Discovery led to discovery, the faculties of the mind were aroused, and such an impulse given to them, that there is now no fear that mankind will ever relapse into barbarism.

Of all the arts which mankind have invented from the beginning of the world, this is by far one of the most important. Into whatever country the art of

নিমিত্ত ধর্ম্ম পুস্তকানুসারে অন্য এক প্রকার আরাধনার পথ সৃষ্টি করিল. এখন ফ্রান্স ও ইতালি ও জর্ম্মনি ও অস্ট্রিয়া ও পোর্ত্তুগাল ও পোলণ্ড পারত্রিক বিষয়ে পাপার মতে আছে ; কিন্তু যে বিদ্যা ইউরোপে এখন চলিত আছে তাহার দ্বারা পাপার মত এখন কিছু সুশৃঙ্খল হইয়াছে.

ছাপাকর্ম্মের বিবরণ.

এইং ক্রিয়ার দ্বারা যে জ্ঞান ইউরোপে উদিত হইল সেও পুনর্ব্বার লুপ্ত হইত যদি তৎকালে ছাপা কর্ম্মসৃষ্টি না হইত. ছাপা কর্ম্মের দ্বারা প্রচণ্ড সর্ব্বভুক্ বুদ্ধির আশ্রয় প্রাচীনেরদের পুস্তক পুনর্ব্বার লুপ্ত হইতে পারিল না. এই কর্ম্মের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ন্যূন হইল. তাহাতে ইতর লোকেরদের বিদ্যাপ্রাপ্তির উপায় হস্তগত হইল; এবং যেং নূতন বিদ্যা প্রকাশ হইল তাহা ছাপাদ্বারা অবিকৃত রহিল ও ইউরোপের মধ্যে শীঘ্র ব্যাপিল. এবং নূতন বিদ্যাদ্বারা অন্য নূতন বিদ্যাসৃষ্টি হইল, ও নিদ্রিত মানস ব্যাপার জাগ্রৎ হইল এবং বিদ্যার এমত চর্চ্চা হইল, যে তাহাতে মনুষ্য জাতি পুনর্ব্বার অসভ্যতাকূপে মগ্ন যে হইবে তাহার বিষয়ও রহিল না.

মনুষ্যেরা পৃথিবীর আরম্ভাবধি যেং সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে এই ছাপাকর্ম্ম অত্যন্ত সপ্রয়োজনক. যে দেশে এই কর্ম্মের

printing has been fully introduced, learning and knowledge have immediately spread. The efforts which are made to enlighten the inhabitants of Asia and Africa who are still in a great measure under the power of ignorance, receive a tenfold energy through this valuable art. In short the advantages which the family of man have derived and continue to derive from it are beyond calculation, and we may affirm with confidence that without it Europe could never have made that progress in knowledge which she has made.

Of the progrsss of Navigation.

About this time also, that is, four hundred years ago, considerable progress was made in the art of Navigation, the first fruit of which was the discovery of America, which led the inhabitants of Europe to emigrate thither and to form settlements. This produced a complete revolution in the affairs of Europe. As America abounds with mines of silver and gold, the price of those metals immediately fell all over Europe. Trade was also greatly extended, and many of the European nations who before this were insignificant, rose to opulence and importance. The progress of navigation brought the whole world under the eyes of Europe. Before this event, the form of the world, the situation of its various countries, and even their existence were unknown. The inhabitants

চলন হইয়াছে সে দেশে জ্ঞান ও বিদ্যা অতিশীঘ্র ব্যাপিয়াছে. আসিয়া ও আফ্রিকার লোক অদ্যাপি অজ্ঞানের বিশ, কন্তু তাহারদের জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত যেং উদ্যোগ হইতেছে সে এই বহুমূল্য কর্ম্মদ্বারা দশগুণ সহজ হইতেছে.　　সংক্ষেপতো মনুষ্য বংশ ছাপাকর্ম্মদ্বারা যত উপকার পাইয়াছে ও পাইতেছে সে অসংখ্য ; এবং আমরা নিঃসন্দেহে কহিতে পারি যে ইউরোপে যত জ্ঞান ও বিদ্যার প্রচার হইয়াছে ছাপাকর্ম্মব্যতিরেকে কদাচ এত হইত না;

জাহাজ ব্যবসায়.

সেই কালে অর্থাৎ চারি শত বৎসর হইল জাহাজ ব্যবসায় বৃদ্ধি হইতো লাগিল, তাহার প্রথম ফল আমেরিকা দর্শন ; অপর ইউরোপের লোকেরা সেখানে গিয়া বসতি করিল, তাহাতে ইউরোপের বিষয়কর্ম্ম পরীবর্ত্ত হইল.　　আমেরিকা স্বর্ণ ও রূপ্যের আকরেতে পরিপূর্ণ, তাহাতে ইউরোপের মধ্যে স্বর্ণ ও রূপ্যের মূল্য ন্যূন হইল.　　বাণিজ্যবৃদ্ধিও অতিশয় হইল, এবং ইউরোপীয় কতক জাতিরা পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ছিল, কিন্তু সে কালে বাণিজ্য দ্বারা ধনবান ও বর্দ্ধিষ্ণু হইল.　এই জাহাজ ব্যবসায় বৃদ্ধি হওয়াতে তাবৎ পৃথিবী ইউরোপীয়েরদের চক্ষুর গোচর হইল.　ইহার পূর্ব্বে পৃথিবীর আকার ও তাহার নানা দেশের সংস্থান ও বসতির নিরূপণ পর্য্যন্তও ইউরোপীয় লোকেরা জানিত না.

of Europe confined to their own continent, gave themselves up to the belief of the exaggerated statements which travellers occasionally brought them respecting the rest of the world. But on the improvement of navigation men soon found out the true form of the earth, visited the most remote countries, and ascertained their situation with precision. The interests of science were likewise promoted; a new and immense field for enterprize was opened to the view of mankind, and the world which formerly appeared to be composed of many separate divisions, unknown to each other, now assumed the appearance of one family.

We have now completed this short view of the history of Europe, and have related the means by which it has attained its present elevation in power and knowledge.

At present, Europe is filled with societies of learned and scientific men who devote their lives to the promotion of knowledge. The discoveries which are made, are immediately sent to the press and circulated throughout Europe; and there is scarcely a year in which some solid progress is not made in science. The press also, to which these discoveries are committed, preserves them in her own bosom from the ravages of time, for the benefit of the future generations of mankind.

এবং ইউরোপীয় লোকেরা স্বদেশে বদ্ধরূপ থাকিয়া, অন্যং দেশের বিষয় যখন যে কোন পথিক যাহা কহিত সে সত্য কিম্বা মিথ্যা হউক তাহাই বিশ্বাস করিত. জাহাজ ব্যবসায়দ্বারা মনুষ্যেরা পৃথিবীর সত্য আকার জানিল, ও পৃথিবীর শেষ সীমাপর্য্যন্ত তাহারা গমন করিল; এবং প্রত্যেক দেশের স্থান ও নিরূপণ নিশ্চয় করিল; বিদ্যার বাহুল্যও অতিশয় হইল, এবং মনুষ্যেরদের বিষয়ানুসন্ধানের কারণ নূতন অথচ বৃহৎ স্থান প্রকাশ হইল. পূর্ব্বে পৃথিবী এমত দেখা যাইত; যে নানা খণ্ডে বিভক্তা ও তাহার প্রত্যেক খণ্ডও পরস্পর অসম্বর্ক, এখন জাহাজদ্বারা পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকেরা এক বংশ্যের মত জ্ঞান হইতেছে.

ইউরোপের সংক্ষেপ বর্ণনা সমাপ্ত হইল; এবং ইউরোপ যেং উপায়দ্বারা জ্ঞান ও পরাক্রমপ্রাপ্ত হইল তাহা লিখিয়া সাঙ্গ করিলাম.

এখন ইউরোপের নানা প্রদেশে জ্ঞানবান লোকেরা নিবন্ধপূর্ব্বক একত্র হইয়া কেবল জ্ঞানের সীমা বাড়াইতে কালক্ষেপণ করিতেছে. তাহারা যে দেশে যে নূতন জ্ঞান সৃষ্টি করে তাহা ছাপা কর্ম্মদ্বারা তৎক্ষণাৎ ইরোপে সর্ব্বত্র প্রকাশ হয়; এমন কোন বৎসর নাই যে বিদ্যার অভিনবাগমন না হইতেছে. এবং জ্ঞানবানের পরিশ্রমের ফল ছাপাযন্ত্র আপন উদরে স্থাপন করিয়া রাখিতেছে, যে সে সকল বিদ্যা কালের গ্রাসহইতে উদ্ধার করিয়া মনুষ্যের আগামি বংশেরদের উপকারের নিমিত্তে ন্যস্ত করিয়া রাখিতেছে.

Of the various Divisions of the Earth, and of the Worship practised in them.

The Earth is divided into four parts, Europe, Asia, Africa, and America. In *Europe* there are thirteen kingdoms, which vary both in size and power. Of these powers, the first in importance is England, the next Russia, and the third France.

America is divided into two parts, North and South America. In North America, there are three principal powers; the Spaniards who have some possessions in the south of it. In the centre, the Americans, who though they speak the English language, are independent of England: and thirdly, in the north the English king has several possessions. The most powerful nation in America, is the Americans.

The greater part of South America belonged to the king of Spain; but the people have revolted from him, and established independent governments. Brazil in South America, belongs to the king of Portugal, and though a colony, he holds his court there.

The Northern part of *Africa* is subject to several Moosulman governments, who practise piracy. On the sea coast, the English have established colonies and factories for trade. The centre of Africa is almost

পৃথিবীর নানা ভাগ ও তাহার মধ্যে ঈশ্বরের আরাধনা বিষয়ে.

ইউরোপ ও আমেরিকা ও আফ্রিকা ও আসিয়া, এই চারি ভাগে পৃথিবী বিভক্তা আছে. ইউরোপের মধ্যে তের রাজ্য, তাহারা বলে ও পরাক্রমে সকল সমান নহে. ঐ তের রাজ্যের প্রধান রাজ্য ইংগ্লণ্ড, দ্বিতীয় রুষিয়া, এবং তৃতীয় ফ্রান্স.

আমেরিকা দুই ভাগে বিভক্ত আছে, উত্তরামেরিকা ও দক্ষিণামেরিকা. উত্তরামেরিকাতে তিন জাতির অধিকার আছে, দক্ষিণে স্পানিয়ারদের কতক অধিকার আছে, মধ্যে আমেরিকীয়েরদের দেশ; তাহারা ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা কহে অথচ ইংগ্লণ্ড বাদশাহের অধীন নহে, তৃতীয়তঃ উত্তর ভাগে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কতক রাজ্য আছে. আমেরিকাতে আমেরিকীয়েরা সকলহইতে প্রবল.

দক্ষিণামেরিকার অধিক ভাগ স্পানিয়ার রাজার অধিকৃত, কিন্তু সেখানকার প্রজারা রাজার প্রতিকূলে উঠিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছে. দক্ষিণামেরিকাতে পোর্তুগীশেরদের ব্রাসিল নামে প্রদেশ আছে, সে দেশান্তরাধিকার তথাপি সেখানে পোর্তুগীশের রাজা থাকেন.

আফ্রিকার উত্তর ভাগ কতক মুসলমান অধিপতির অধীন, তাহারা নিত্য বোম্বাটিয়া ব্যবসায়ে কালক্ষেপণ করে. আফ্রিকার চতুর্দিকে সমুদ্রের তীরে স্থানেং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বসতি ও বাণিজ্যের কুঠী আছে, কিন্তু আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী যে দেশ সে ইউরোপীয়

wholly unknown to Europeans, with whom it has no connection.

The ruling power in *Asia* is the English. To the West of the English possessions, are the two independent countries of Persia and Arabia. To the East of Hindoost'han, are the Chinese and Burman Empires, both powerful and independent. The whole of the North of Asia is occupied by the Tartars, whose country is the largest in the world. It is divided into three parts; independent Tartary; Chinese Tartary, and Russian Tartary. These are the great divisions of the earth.

Aristotle the preceptor of Alexander said more than two thousand years ago, that the inhabitants of Europe were formed to rule over those of Asia. It is so even at this day; Europe though the smallest quarter of the globe in extent, is the first in power.

The number of inhabitants in the four quarters of the globe may be thus calculated. In Europe, a hundred and sixty millions; in America forty millions; in Africa a hundred millions. In Asia, we may adopt the following computation. West of the Indus in Persia, Arabia, and Asiatic Turkey, fifty millions; in Tartary, twenty millions; in Hindoost'han a hundred and forty

লোকেরদের কর্তৃক অজ্ঞাত, অতএব সেখানে ইউরোপীয় লোকেরদের কোন সম্বন্ধ নাই.

আসিয়ার মধ্যে প্রধান পরাক্রমী ইংগ্লণ্ডীয় লোক: ইংগ্লণ্ডীয় অধিকৃত দেশের অর্থাৎ হিন্দুস্থানের পশ্চিমে পারশী ও আরবী লোক স্বাধীন ও পরাক্রমী. হিন্দুস্থানের পূর্ব্বে চীন ও ব্রহ্মা লোক স্বাধীন ও পরাক্রমী. আসিয়ার উত্তর ভাগ তাতারীয় লোকেরদের, ঐ দেশ পৃথিবীর মধ্যে সকলহইতে বড়. সে তিন ভাগে বিভক্ত আছে, প্রথম ভাগ স্বাধীন তাতার; দ্বিতীয় ভাগ চীনেরদের অধীন; তৃতীয় ভাগ রুষিয়ারদের অধীন. পৃথিবী এই২ মত ভাগে বিভক্তা আছে.

দুই হাজার বৎসর হইল শেকন্দরশাহের পুরোহিত আরিস্ততল কহিল, যে আসিয়াস্থ লোকের উপরে কর্তৃত্ব করিতে ইউরোপীয় লোক সৃষ্ট হইয়াছে. সেই মত অদ্যাপিও আছে, ইউরোপ পৃথিবীর চারি ভাগের মধ্যে আয়তনে সকলহইতে ক্ষুদ্র হইয়াও পরাক্রমে সকলহইতে বড়.

পৃথিবীর চারি ভাগের লোক সংখ্যা এই. ইউরোপে ষোল কোটি লোক; আমেরিকাতে চারি কোটি; আফ্রিকাতে দশ কোটি. আসিয়ার লোকসংখ্যা এই মত করা যায়, সিন্ধু নদীর পশ্চিমে পারশীতে ও আরবেতে ও আসিয়াস্থিত তুরকীতে পাঁচ কোটি; তাতারেতে দুই কোটি; হিন্দুস্থানে চৌদ্দ

millions; in China, a hundred and sixty millions; in Japan, eighteen millions. Towards the East in the Burman Dominions, Siam, and the Eastern islands seventy millions; which will give Asia, four hundred and fifty-eight millions. On this calculation the world contains about seven hundred and sixty millions of inhabitants.

The various religions which prevail in the world are these. In Europe with the exception of the Turks who are Moosulmans, the Christian religion prevails. In America, with the exception of a few uncivilized savages, the inhabitants are all Christian. Africa is almost exclusively Mahomedan. In Asia, the three prevailing religions are the Boudhist, the Hindoo, and the Mahometan; of which the Boudhist has about a hundred and eighty, and the Hindoo, a hundred and twenty millions of worshippers. The number of Moosulmans it is difficult to compute.

কোটি; চীন দেশে ষোল কোটি; জ্যাপানে এক কোটি আশী লক্ষ. শ্যাম ও ব্রহ্মা প্রভৃতি পূর্ব্ব দেশে ও আসিয়ার সকল উপদ্বীপে সাত কোটি. সর্ব্বশুদ্ধা আসিয়াতে পঁয়তাল্লিশ কোটি আশী লক্ষ লোক. এই গণনাতে পৃথিবীর মধ্যে ছেহত্তরি কোটি লোক হয়.

পৃথিবীর মধ্যে ঈশ্বরের আরাধনা নানা দেশে এই মত চলে. ইউরোপের মধ্যে কেবল তুর্কী দেশে মুসলমান, তদ্ব্যতিরিক্ত ইউরোপের সকল লোক খ্রীষ্টিয়ান. আমেরিকাতে কএক অসভ্য জাতি ব্যতিরিক্ত সকলি খ্রীষ্টিয়ান. আফ্রিকার প্রায় সকলি মুসলমান. আসিয়াতে তিন প্রধান আরাধনার মত আছে প্রথম বৌদ্ধ মত; দ্বিতীয় হিন্দুর মত; তৃতীয় মুসলমানের মত. আসিয়াতে আটার কোটি বৌদ্ধ ও বার কোটি হিন্দু আছে. মুসলমান কত আছে তাহা নিশ্চয় নাই.

Dig-Durshun,

OR THE

INDIAN YOUTH'S MAGAZINE.

No. VI.

September, 1818.

No. VI.

Of Lightning and Thunder.

The atmosphere is full of an electric fluid, called Lightning. In a storm the clouds approach the earth, and the electric fluid, being attracted by some object, descends with great rapidity through the air. The noise which we call Thunder, is occasioned by the lightning's exploding, and cleaving the clouds, and is produced the moment the lightning begins to descend; but instead of reaching us instantly, it is often heard after a considerable interval of time; because sound travels at the rate of twelve miles in a minute, but light moves with much greater rapidity. Hence, though the flash, and the thundering sound are produced at the same moment, the light reaches us before the sound. When therefore any one can distinctly note the interval between the appearance of the flash and the arrival of the sound, he may calculate with exactness the distance of the lightning from him. If he hears the sound a full minute after he sees the flash, the lightning is about twelve miles distant from him.

ষষ্ঠ ভাগ.

বিদ্যুৎ ও বজ্র বিষয়ে.

সকল আকাশ বিদ্যুৎ পদার্থে পরিপূর্ণ. ঝড়ের সময়ে মেঘ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে পৃথিবীস্থ কোন বস্তু বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে, তাহাতে সে মেঘ ছাড়িয়া অতিবেগে আকাশপথে আইসে, তৎপ্রযুক্ত মেঘ ফাটে তাহাতে বৃহৎ শব্দ হয়, তাহাকেই বজ্র কহে. যে সময়ে বিদ্যুৎ মেঘহইতে নির্গত হয় তখনি শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু আমারদিগের নিকটে তৎক্ষণাৎ শব্দ না পঁহুছিয়া কখনং কিছু কাল বিলম্বে পঁহুছে. যেহেতুক শব্দ আড়াই পলের মধ্যে ছয় ক্রোশ চলে, কিন্তু আলোক ইহাহইতে অতি শীঘ্র চলে ; অতএব আলোক ও শব্দ এককালে নির্গত হয় বটে, কিন্তু শব্দহইতে আলোক অগ্রে আইসে. যদি কেহ নিশ্চয় করেন যে বিদ্যুতের আলোকদর্শনের কত ক্ষণ পরে শব্দ শুনা যায়, তবে তিনি এইরূপে গণনা করিলে জানিতে পারিবেন, যে তাহা হইতে বিদ্যুৎ কত অন্তর আছে. যদি আলোকদর্শনের আড়াই পল পরে তিনি শব্দ শুনেন, তবে ছয় ক্রোশ অন্তর বিদ্যুৎ নির্গত হইয়াছে জ্ঞাত হইবেন.

Lightning generally strikes the most lofty objects; hence it is unwise to take shelter under a tree during a storm. Some bodies naturally attract lightning to a greater extent than others. All metals are of this description: and it frequently happens that a sword is struck with lightning, while the scabbard in which it is sheathed remains untouched.

Scientific men have invented a machine which draws forth an electric fluid of the same nature as lightning. When it is put in motion, electric sparks are emitted, and any one who may then touch it, will receive a shock through his whole frame. This shock is similar to that produced by lightning, only much weaker. After this machine had been invented, men were anxious to ascertain whether the sparks which it produced, corresponded exactly with the sparks of lightning.

After many experiments, Dr. Franklin, a learned native of America settled the point in the following manner. He conjectured that if any object could be brought in contact with a cloud, and at the same time attached to the earth, the lightning after striking the elevated object would descend, and enter the body which was affixed to the earth. Under this impression, in the year 1752 having fixed an iron pin into the earth on a plain, he on the appearance of a cloud, elevated a kite, attaching the extremity of

বিদ্যুৎ প্রায় উচ্চ বস্তুর উপরে পড়ে; এই কারণ ঝড়ের সময়ে বৃক্ষের নীচে থাকা অকর্ত্তব্য. কোনং বস্তুর এমত স্বভাব যে তাহারা অন্য বস্তুহইতে বিদ্যুৎ টানে অতিশয় আকর্ষণ করে. সকল ধাতু এই পুকার হেতুক খাপ সমেত তলোয়ারের উপরে বিদ্যুৎ পাড়লে কখনং মধ্যের তলোয়ার দগ্ধ হয়, উপরে খাপের কাষ্ঠ দগ্ধ হয় না.

পণ্ডিতেরা এই মত কল সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তাহাহইতে বিদ্যুতীয় অগ্নি নির্গত হয়, তাহার স্বভাব বিদ্যুতীয় অগ্নির মত. যখন সেই কল ঘুরাণ যায় তখন তাহাহইতে বিদ্যুতীয় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, এবং যদি কেহ তাহাকে স্পর্শ করে, তবে তাহার সর্ব্বাঙ্গে তৎক্ষণাৎ ঝিঞ্জিনী লাগে. এই কলের দ্বারা যে ঝিঞ্জিনী হয় সে বিদ্যুতীয় ঝিঞ্জিনীর সমান, কেবল বিদ্যুৎহইতে ইহার বল অল্প, এই মাত্র বিশেষ. যখন এই কল সৃষ্টি হইল তখন পণ্ডিতেরা ইহা জানিতে চেষ্টা করিলেন, যে কলহইতে যে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় সে স্ফুলিঙ্গ, বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গের স্বভাব মত কি না.

অনেক উদ্যোগের পর ফ্রাঙ্কলিন সাহেব, আমেরিকা দেশের এক জন জ্ঞানবান, এই বিষয় নিশ্চয় করিল. সে ভাবিল যে যদি মেঘের সহিত কোন বস্তু সংলগ্ন করা যায়, ও যদি সে বস্তু পৃথিবীর উপরে কোন বস্তুতে বদ্ধ থাকে, তবে বিদ্যুতীয় অগ্নি মেঘ ছাড়িয়া সেই বস্তুর উপরে লাগিবেক, এবং তাহা বাহিয়া বিদ্যুতীয় অগ্নি পৃথিবীস্থ সেই বস্তুতে আসিবেক. এই নিমিত্ত ঐ সাহেব ১৭৫২ সনে এক মাঠে একটা লৌহশলাকা মৃত্তিকাতে গাড়িল, এবং মেঘ হইলে সে একটা ঘুড়ী উড়াইল, ও সেই লৌহশলাকা

the rope to the iron pin. Soon after sparks were seen to fly off from the rope; by which he was convinced that the lightning had struck the kite, and descending by me[illegible] the rope had entered the iron pin. [illegible] is means that he and other scientific m[illegible]abled to ascertain the true nature of lightning.

Dr. Franklin after this instructed men to attach conductors to their houses, to prevent danger from lightning. They are formed by a long iron pole higher than the roof and terminating in a fine point; this is affixed to the ground near the house. When the lightning approaches, instead of striking the house, it falls on the conductor, and is thus conveyed into the ground without doing any damage. It is frequently fastened to the house with wood; but as wood is a non-conductor, the lightning does not enter the house by means of the wood. Should any one touch the conductor while the lightning is on it, he would be instantly destroyed. About the time when Dr. Franklin made this discovery, a gentleman in Russia, with the view of making a similar experiment, fixed the iron into a glass receiver; that the lightning might continue in it and having affixed to this iron a thin piece of wire, he conveyed the extremity of it into his house. When the storm approached, the lightning struck the kite, and descended to the iron; and the gentleman happening to go a little too near it, the lightning struck him dead on the spot.

তে ঘুড়ীর রজ্জু বান্ধিয়া রাখিল. কিছু কাল পরে দেখা গেল যে সেই রজ্জুহইতে কতক স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, তাহাতে সে জানিল যে বিদ্যুতীয় অগ্নি [illegible] উপরে লাগিয়াছে, এবং সেই রজ্জু বাহিয়া ঐ অগ্নি লৌহশ[illegible] য়াছে. অত এব ঐ লৌহশলাকার দ্বারা সে, ও আরং [illegible]রা বিদ্যুতীয় অগ্নির নিশ্চয় স্বভাব জানিতে পারিলেন.

ঐ ফ্রাঙ্কলিন সাহেব বিদ্যুতের ভয়নিবারণার্থ প্রথম ঘরে লৌহ শলাকা দিতে লোকেরদিগকে শিক্ষাইল, সে এই প্রকার. ঘরহই তে উচ্চ একটা লম্বা লৌহশলাকা ঘরের নিকটে মৃত্তিকাতে পোতা যায়, তাহার অগ্রভাগ অতিসূক্ষ্ম. যখন বিদ্যুৎ ঘরের নিকটে আইসে, তখন কোন অপচয় না করিয়া ঐ লৌহশলাকাতে পড়ে, এবং তাহা বাহিয়া মৃত্তিকাতে প্রবেশ করে. সে লৌহশলাকা স্থানেং ঘরের সহিত কাষ্ঠদ্বারা বদ্ধ থাকে, কিন্তু কাষ্ঠ অনাকর্ষক বস্তু. এই নিমিত্ত কাষ্ঠদ্বারা ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না. যদি সেই সময়ে ঐ লৌহশলাকা কেহ স্পর্শ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হয়. যখন ফ্রাঙ্কলিন সাহেব প্রথম এই বিষয় নিরূপণ করিল, তখন রুষিয়া দেশে এক জ্ঞানবান লোক এইরূপ করণার্থে আপন ঘরে একটা লম্বা লৌহশলাকা এক কাঁচের বাটীতে রাখিল, য বিদ্যুতের অগ্নি সেই শলাকাতে থাকে, এবং সেই শলাকাতে অন্য এক পাতল শলাকা বান্ধিয়া আপন কুঠরীতে আনিয়া রাখি ল. পরে ঝড় বৃষ্টি আইলে বিদ্যুৎ ঘুড়ীর উপরে পড়িয়া তাহার দ্বারা সেই শলাকার উপরে আইল, ও সে সাহেব অকস্মাৎ তাহার নিকটে যাইবামাত্র বিদ্যুতের দ্বারা মরিল.

Of the fixed Stars.

THERE are two kinds of stars beside comets; the planets and the fixed stars. The planets move in regular order, but the fixed stars always maintain the same place, and are called fixed stars. The planets, from their proximity to the earth, give a steady light. The fixed stars being at an amazing distance from it, give an unsteady light, and appear to us to twinkle, owing to the innumerable atoms which float in the atmosphere. This circumstance enables us to distinguish the planets from the fixed stars. One of the most remarkable phenomena attending the fixed stars is, their never changing their situation. In consequence of the diurnal motion of the earth, they appear to us to move; but this is an illusion. At whatever distance any two stars may be from each other, they always maintain the same relative position. If the fixed stars moved like the planets, they would be nearer to each other at one period of time than at another.

It is not to be supposed that all the fixed stars are precisely at the same distance from the earth; on the contrary, it is thought by many that they are so situated in the boundless space they occupy, that one star may be at as great a distance from another as that star is from our sun. If the stars are inhabited, our sun must appear to their inhabitants of no greater magnitude than a star does to us, and the smaller stars must resemble very small sparks. All the stars do not appear to us of the same magnitude;

নিশ্চল তারা বিষয়ে.

ধূমকেতুভিন্ন তারা দুই প্রকার ; গ্রহ ও নিশ্চল তারা ; গ্রহ নিয়মানুসারে চলে, তারা সর্ব্বদা এক স্থানে থাকে, তাহাতে তাহারদের নাম নিশ্চল তারা হইয়াছে. গ্রহ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী, এইহেতুক তাহারদের তেজ স্থির. অতিদূরত্বপ্রযুক্ত, অনেক পরমাণু ব্যবধানহেতুক নিশ্চল তারার তেজ অস্থির, তাহাতেই চিক্‌মিক করে, এমত জ্ঞান হয়. ইহাতে গ্রহ ও নিশ্চল তারার বৈলক্ষণ্য জানা যায়. নিশ্চল তারারদের সকলহইতে আশ্চর্য্য বিবরণ, এই যে তাহারা আপন স্থান কখন ত্যাগ করে না. পৃথিবীর প্রতিদিন ঘূর্ণনেতে জ্ঞান হয়, যে আকাশের মধ্যে সকল তারা চলে, কিন্তু বাস্তবিক নয়, যেহেতুক যে কোন দুই তারা পরস্পর যত দূর কিম্বা নিকটে থাকে, তাহার অন্যথা কদাচ হয় না. যদি নিশ্চল তারা গ্রহের মত চলিত, তবে উভয় তারা কখন নিকট কখন দূর হইতে পারিত.

এমত বুঝা যায় না, যে সমস্ত নিশ্চল তারা পৃথিবীহইতে সমান নিকট কি সমান দূর, এবং তাহারদের অসংখ্য শূন্য স্থানে এমত স্থিতি আছে ; যে নিশ্চল তারা আমারদের সূর্য্যহইতে যত দূর তাহাহইতে অন্য নিশ্চল তারা তত দূর, এমত বুঝা যায়. এবং যদি তারাতে লোক বসতি থাকিত, তবে সে লোক আমারদের সূর্য্যকে তারাজ্ঞান করিত, ও অন্যং তারাকে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ জ্ঞান করিত. আমারদের নিকটে সকল তারা সমান দেখা যায়

which is occasioned by one star's being at a greater distance than another from our earth. Those stars which are nearest to us, appear the largest; and those which are furthest, appear the most insignificant. Hence astronomers have divided them into six different degrees. Those which are near to us and highly brilliant, are called stars of the first magnitude. Those next in order, are called stars of the second order, and so on through all their ranks. Since the discovery of the telescope, it has been supposed that the fixed stars are innumerable, because the larger and better the instrument, the greater is the number of stars visible through it.

The distance of the fixed stars, is truly astonishing. When we contemplate the amazing distance at which they must be placed, all idea of elevation or distance on our little earth dwindles into insignificance, just as the idea of a rivulet or a well becomes faint when we contemplate the vast expanse of the ocean. Even with regard to the stars which appear the nearest to us, the earth in its annual revolution round the sun, is at one period a hundred and eighty millions of miles nearer to them than at another time, and yet this amazing difference does not enable us to perceive either increase or diminution in their light. This will enable us to form some faint idea of their distance; and if this be the case with the nearest of these stars, how amazingly distant must be those which are further off.

Light moves at the rate of twenty-five thousand

না, তাহার কারণ এই, কোন তারা দূর কোন তারা নিকট ; যে তারা নিকট সে বড় দেখা যায়, যে দূর সে ক্ষুদ্র দেখা যায় ; এই নিমিত্ত জ্যোতির্বিদেরা ছয় ক্রম তারা নিরূপণ করিয়াছেন, যে তারা আমারদের নিকট ও তেজস্বী তাহারদের প্রথম পর্য্যায় নাম করিয়াছেন, এই রীতিক্রমে অপেক্ষাকৃত দ্বিতীয়াদি পর্য্যায় নামে সকল তারা নিরূপণ করিয়াছেন. যে অবধি দূরবিণ সৃষ্টি হইয়াছে তদবধি অনুমান করা গিয়াছে, যে নিশ্চল তারা অসংখ্য, যেহেতুক বড় ও উৎকৃষ্ট যত দূরবিণ তাহাতেই ততোধিক তারা দেখা যায়.

নিশ্চল তারার দূরত্ব মনে ভাবিলে, পৃথিবীর উপরে যে দূরত্ব ও নিকটত্ব ও উচ্চত্ব ও নীচত্ব এ সকল জ্ঞান লুপ্ত হয়, যেমন অসংখ্য ও অনন্ত সমুদ্র দর্শন করিলে নদী কূপ প্রভৃতি লোকেরদের মনে লাগে না. যে তারা অন্য তারাহইতে নিকট দেখা যায়, পৃথিবীর ঘূর্ণনের সময়ে এক কালে পৃথিবী সেই তারার নিকটবর্ত্তিনী হয়, এবং অন্য কালে পৃথিবী সে তারাহইতে নয় কোটি ক্রোশ দূরে থাকে, তথাপি তখনও সে তারা ছোট কি বড় জ্ঞান হয় না, ইহাতে তাহারদের দূরত্ব অল্প অনুভূত হয় ; যদি নিকটস্থ তারাই এইরূপ তবে দূরবর্ত্তি তারা কত দূর.

আলোক আড়াই পলের মধ্যে সাড়ি লক্ষ ক্রোশ চলে, এবং

miles a minute; and it is supposed, that there are fixed stars at so great a distance, that their light after travelling with such astonishing rapidity ever since the creation, has not yet reached us.

If the fixed stars are so distant from the sun, they cannot derive light from it. This has given rise to the idea that they shine by their own light, since the rays of light from the sun would be dissipated before it could reach them. Hence it has been conjectured that each of the fixed stars is a sun surrounded with its separate system of worlds like our sun.

Destruction of the Alexandrian Library.

The library which formerly existed in the city of Alexandria, the capital of Egypt, was one of the most magnificent in the world. After the death of Alexander the Great, Ptolemy king of Egypt founded it, and his successors gradually enriched it to such an extent that it contained at length seven hundred thousand volumes. When the city was besieged by Cæsar, about two thousand years ago, four hundred thousand volumes were consumed by accident. Cleopatra, the queen of the country, as much celebrated for her extraordinary beauty, as for her capacity, enriched it however with two hundred thousand volumes, and others in the course of time made such

জ্যোতির্বেত্তারা অনুমান করিয়াছেন, যে এমত দূরবর্ত্তী নিশ্চল তারা আছে যে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অদ্যপর্য্যন্ত সে তারার আলোক আমারদিগের নিকটে এত বেগরূপে আসিতেছে, কিন্তু অদ্যাপি পঁহুছে নাই.

যদি তারা সূর্য্যহইতে এত দূর, তবে তাহারা সূর্য্যহইতে আলোক পাইতে পারে না, ইহাতে অনুমান এই হয় যে তাহারা স্বকীয় তেজেতেই আপনারা দীপ্ত হয়, যেহেতুক সূর্য্যের তেজ তাহারদের নিকটে পঁহুছিতেং ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত. ইহাতে অনুমান হয় যে আমারদের সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে সৌর জগৎ যেমন আছে, তেমন প্রত্যেক নিশ্চল তারা আমারদের সূর্য্যবৎ, ও তাহার চতুর্দ্দিকে তত্তারারূপ সৌর জগৎ ঘোরে.

আলেক্সান্দ্রিয়া নগরে সাত লক্ষ পুস্তকদাহ.

মিসর দেশের রাজধানী আলেক্সান্দ্রিয়া নগরে, অর্থাৎ সেকন্দরীয় নগরে, যে পুস্তকালয় ছিল সে পৃথিবীর মধ্যে সকলহইতে বৃহৎ: সেকন্দরশাহের মরণের পর, মিসর দেশের বাদশাহ প্তোলিমি এই পুস্তকালয় প্রথম স্থাপিত করিলেন. তাহার পর তৎপদস্থ রাজারা সেই পুস্তকালয় এমত বাড়াইলেন, যে শেষে তাহার মধ্যে সাত লক্ষ পুস্তক ছিল. দুই হাজার বৎসর হইল, যখন কাইসর সেকন্দরীয় নগর ঘেরিল, তখন তাহার চারি লক্ষ পুস্তক অকস্মাৎ পুড়িয়া গেল, কিন্তু সে দেশের সৌন্দর্য্যে ও জ্ঞানে সম খ্যাতা, ক্লেয়োপাত্রা নামে রাণী পুনর্ব্বার তাহাতে দুই লক্ষ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখিল. এবং অন্য লোকেরাও কালক্রমে অনেক

additions to it, that the number of volumes in it eventually exceeded Seven Hundred Thousand.

About A. D. 700, of the Christian Æra, the Moosulmans having captured Alexandria, the general Omra, who was a great patron of learning, admitted one of the most learned men in the city to familiar intercourse with him. He one day said to him; "You have sequestered all the public property in the city; articles which though valuable to you are of no value to me. There is however in this city that which would be of no service to you, but of the highest advantage to me." Omra desired him to mention his wish. He replied, "bestow on me the books in the public library." Omra replied that he had no authority to dispose of them but would make application to the Caliph Omar.

He immediately dispatched a messenger to the Caliph, who replied, 'If the books in the public library, agree with the precepts of the divine book, the Koran, they are useless, since the Koran contains every thing necessary to be known. If their contents differ from the Koran, they ought by no means to be read. I therefore authorize you by this letter to cause them to be instantly destroyed.'

স্তক সংগ্রহ করিয়া সেখানে রাখিল, তাহাতে পুনর্ব্বার সাত লক্ষের অধিক পুস্তক হইল.

৬৪৭ সালে যখন মুসলমানেরা সেকন্দরীয় নগর পরাজয় করিল, তখন বিদ্যা শিক্ষার্থে সচেষ্ট তাহারদের অমরা নামে সেনাপতি, সেখানকার এক পণ্ডিতের সহিত নিত্য আলাপ করিত. এক দিন ঐ পণ্ডিত ক কহিল, যে তুমি সেকন্দরীয় নগরের সকল স্থানে গিয়া সকল সরকারী বস্তুর উপরে আপন মোহর দিয়াছ, ঐ সকল বস্তু তোমার উপকারযোগ্য বটে, আমার উপকারযোগ্য নয়, কিন্তু এই নগরে এমত কোন বস্তু আছে যে তাহাতে তোমার কিছু উপকার নাই, আমার যথেষ্ট উপকার হয়. অমরা কহিল যে তোমার প্রার্থনা কি; তিনি কহিলেন রাজকীয় পুস্তকালয়ে যে সকল পুস্তক আছে, তাহা আমাকে দেও. অমরা প্রত্যুত্তর করিল যে ইহা দিতে আমার শক্তি নাই, কিন্তু আমার প্রভু ওমার কালিফকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক.

পরে তিনি তৎক্ষণে এই বিষয়ে জ্ঞাত কারণ ওমার কালিফের নিকটে দূত পাঠাইলেন. তিনি এই প্রত্যুত্তর লিখিলেন, যে পুস্তকের বিষয়ে তুমি লিখিয়াছ, সেই পুস্তক যদি ঈশ্বরের পুস্তক, অর্থাৎ কোরাণের সহিত সমশীল হয়, তবে সে পুস্তকের কোন প্রয়োজন নাই, যেহেতুক কোরাণে আমারদের জ্ঞাতব্য সকলি পাওয়া যায়. যদি তাহাতে কোরাণের কোন বিরুদ্ধ কথা থাকে, তবে তাহা কোন প্রকারে গ্রাহ্য নহে, অতএব এই পত্রদ্বারা আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা করি, সে সকল পুস্তক নষ্ট করিবা.

Omra having received these directions, sent the whole library to the warm baths of the city, to serve as fuel; and so great was the number of volumes that they supplied all the baths for more than six months. In this manner was the noble library of Alexandria, so celebrated throughout the world, totally destroyed and the vast stores of learning they contained, for ever lost to mankind.

Natural History of the Camel.

Of all the animals man has reduced to subjection, the camel appears to be the most patient. With the greatest meekness it receives heavy loads on its back and transports them across the burning sands of Asia and Africa.

The natives of Arabia, who are so greatly indebted to the camel for the comforts of life consider it as the special gift of the Almighty. Without this useful animal, they cannot transact the affairs of life, pursue commerce, or even perform journies. They are daily fed from the milk of the camel, and nourished by its flesh; its wool likewise furnishes them with clothing. When possessed of the camel, they consider themselves free from danger, since it will in one day, carry them a hundred and fifty miles.

The hoofs of the camel are so firm, that it suffers no inconvenience from travelling over burning sand nor are its feet injured when passing through the most rugged paths. The sandy deserts seem to be its

যে সকল পশুরদিগকে মনুষ্যেরা [illegible] করিয়াছে তাহ [illegible] মধ্যে সকলহইতে নম্র উষ্ট্র. সে অতিশয় সহিষ্ণুতারূপে আপন পৃষ্ঠে ভার লইয়া আফ্রিকার ও আসিয়ার উত্তপ্ত মরুভূমিতে চলে.

আরবীয়ের এতৎকালীন সুখসাধক উপকার [illegible]ইয়া জ্ঞান করে যে উষ্ট্র প্রকৃত ঈশ্বরদত্ত এক বর. ঐ সপ্রয়োজনক পশু ব্যতিরেকে তাহারা কালক্ষেপণ করিতে পারে না, ও বাণিজ্য করিতে পারে না, ও গমনাগমন করিতে পারে না. তাহারা প্রতি দিন উষ্ট্রের দুগ্ধ পান করে, ও তাহার মাংস আহার করে, [illegible] লোমেতে তাহারদের পরিচ্ছদ হয়. উষ্ট্র পাইলে তাহারদের কোন মতে ভয় থাকে না ; তাহারা উষ্ট্রদ্বারা এক দিনের মধ্যে অনায়াসে পঁচহত্তরি ক্রোশ চলে.

উষ্ট্রের খুর এমত শক্ত যে [illegible] ভূমিতেও তাহার ব্যামোহ বোধ হয় না, এবং সে অতিশয় দুর্গম পথে চলিলেও তাহার খুরের কোন ক্ষতি হয় না. মরুভূমি [illegible] অধিকারের ন্যায় বুঝা

back through th sandy dese... ...ght of mecca maunds. It bends its knees ...e command of its master to receive burdens; when over-laded it touches the head of its master to induce him to afford relief; if this intimation should be insufficient, it weeps aloud.

The natives of Arabia say that the camel perpetually keeps in memory those who have injured him, and embraces the first opportunity of revenging himself, but having once satiated its revenge, he seems to forget the injury altogether. When therefore an Arab has excited the rage of a camel he contrives to throw his garments in his path, in such a way that the camel shall believe it to be the person of the offender. The camel immediately recognizes the garments and having torn them with his teeth, tramples upon them, and dismisses his rage. The Arab then approaches him without fear and loading him proceeds on his journey.

আজ্ঞাতে ... গাড়িয় ... ক

ভার তাহার উপরে দেওয়া যায়, তবে সে ভারহইতে অল্প মুক্ত হইবার জন্যে মুখের দ্বারা মুনীবের মস্তক স্পর্শ করে ; যদি মুনীব তাহাতেও না বুঝে তবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে.

আরবীয়েরা কহে যে উষ্ট্র আপন হিংসাকারী ব্যক্তিকে চির কাল মনে রাখে, এবং প্রথমবার তাহাকে আপন আয়ত্তে পাইলে তাহার প্রতিহিংসা করে. কিন্তু একবার প্রতিহিংসা করিলে তাহার ক্রোধ একবারে শান্ত হয়. এই নিমিত্ত যখন কোন আরব আপন উষ্ট্রের ক্রোধ জন্মায়, তখন সে উষ্ট্র যে পথে যায় সে পথে আপন কাপড় এমন রাখে, যে উষ্ট্র জানিতে পায় যে সেই ব্যক্তি. উষ্ট্র তখনি সে কাপড় চিনে, ও দাঁতে সে কাপড় তুলিয়া ছিঁড়ে, পরে মৃত্তিকাতে ফেলিয়া পা দিয়া দলায় ; ইহাতে তাহার ক্রোধশান্তি হইলে আরব স্বচ্ছন্দে সেই উষ্ট্রে ... আসিতে পারে, ও তাহার পৃষ্ঠের উপরে ভার ... লায়.

b[illegible]

two [illegible] collected out of the prov[illegible] of her vast empire.

Her successors enlarged and beautified it till it became one of the wonders of the world. We will therefore give particular account of it.

Of the walls of the City.

BABYLON stood on a large plain; the walls were prodigious, being in thickness eighty-seven feet and in heighth three-hundred and fifty feet. The city was an exact square, each side of which was fifteen miles in length, which gave it a compass of sixty miles. The walls were built of large bricks cemented together by a glutinous lime produced in that country. This lime formed so fine a cement, that the walls were as strong as though they had bee[illegible]osed of one entire rock.

আপন ... হইতে ...

...পন।

তাহার পর তৎপদ্মাভিষিক্তেরা পৃথিবীর মধ্যে এক আশ্চর্য্য হওয়া পর্য্যন্ত ঐ মহানগর বাড়াইল, ও সুশোভিত করিল, অত এব তাহার সূক্ষ্ম বিবরণ লিখি,

প্রাচীর বিষয়ে,

বাবেল নগর এক মহামাঠে স্থাপিত ছিল; তাহার প্রাচীর অত্যাশ্চর্য্য, সে দীর্ঘ ... হাত চৌড়া ও দুই শত বত্রিশ হাত উচ্চ, সে নগর চতুরস্র প্রত্যেক দিক্ সাড়ে সাত ক্রোশ লম্বা, এইহেতুক চতুর্দিকে ত্রিশ ক্রোশ আয়ত্ত ছিল. সে অতিবৃহৎ ইষ্টকদ্বারা গ্রথিত, এবং ঐ দেশে এক প্রকার আঠা জন্মে তাহাতে তাহার গাথনি ক ... তৎপ্রযুক্ত সে প্রাচীর এমন ... যে পর্ব্বতের মত.

ate, in a straight line to
directly ... against it, there was a road a hundred
cubits broad and fifteen miles long; so that the whole
number of the streets was fifty, each fifteen miles
long. Besides these there were four other streets,
which went round the four sides of the city next to
the walls, and each of which was two hundred feet
broad. By these streets, each crossing each other in
this manner, the whole city was divided into six
hundred and seventy-six squares, each two miles in
circumference. Round the square on every side
towards the street stood the houses built three or
four stories high, and beautified with all manner of
ornaments. The ground in the middle of each
square was occupied with gardens.

Of the Bridge.

A branch of the river Euphrates ran through the
city from north to south. On each ... the river
was a high wall of the same thick... ...t which

তাহার চতুর্দিকে স্থানেং পু

বং প্রত্যেক দ্বারহইতে তৎসম্মুখবর্ত্তি দ্বারপর্য্যন্ত এক শত হাত চৌড়া সাড়ে সাত ক্রোশ লম্বা ঋজু এক রাজপথ ছিল, এই ক্রমে ঐ নগরের মধ্যে এই প্রকার পঞ্চাশটা রাজপথ ছিল, প্রত্যেক রাজপথ সাড়ে সাত ক্রোশ লম্বা. এতদ্ব্যতিরিক্ত চারি দিগে চারিটা মহা রাজপথ ছিল, সে প্রতিরাজপথ এক শত তেত্রিশ হাত চৌড়া. এই প্রকার পথদ্বারা ছয় শত ছেহত্তর চতুরস্র পল্লী ছিল; প্রত্যেক পল্লী চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশপরিমিত, প্রত্যেক পল্লীর চতুর্দ্দিকে অতিসুন্দর গুম্ফিত ও নানা ভূষণে ভূষিত তেতালা ও চৌতালা বাটী ছিল. ঐ সকল পল্লীর মধ্যস্থলে কেবল উদ্যান.

সেতু বিষয়ে.

ঐ নগরে [illegible] ত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ ফরাৎ নদী বহিত, ও সে নদীর উভয় তী[illegible] প্রাচীরের মত চৌড়া প্রাচীর ছিল, ও সেই উভয়

n chains of iron, and lead... they began to build the bridge they turned the course of the river, and laid its channel dry.

Of the Lake and Canals.

THE lake and canals of the city were as magnificent as they were useful. On the sun's melting the snow on the mountains of Armenia where the river Euphrates has its rise, there arose every year an increase of waters highly disadvantageous to the inhabitants of the city and the surrounding country. To prevent the damage occasioned by this inundation, two canals were cut at a considerable distance above the town, which turned the course of these waters into the Tigris; and to secure the country yet more from the danger of these inundations, prodigious banks were raised on each side of the river.

To facilitate the erection of th[illegible] a pro-

র্শ্বে প্রাচীরের পিত্তলময় দ্বার ছিল, এবং নাগর লোকের উপকা র জন্যে তাহার বান্ধা ঘাট ছিল. রাত্রিতে সেই সকল দ্বার করিলে দৃই নগর জ্ঞান হইত.

নগরের মধ্যে নদীর উপরে অতিসুন্দর এক সেতু ছিল. ঐ সেতু অত্যাশ্চর্য্যরূপে গ্রথিত, যেহেতুক নদীর নীচে বালি ছিল, তাহার খীলান শক্ত প্রস্তরেতে গ্রথিত, এবং লৌহ ও সীসাদ্বারা পরস্পর বদ্ধ. সেতু গাঁথিবার পূর্ব্বে ঐ নদীকে অন্য পথে লইয়া পরে সেতু গাঁথিয়াছিল.

নগরের নিকটে হ্রদ ও খালবিষয়ে.

নগরের নিকটে যে হ্রদ ও খাল কাটা গেল সে অতিশয় আশ্চর্য্য, ও অত্যন্ত কর্ম্মোপযুক্ত. ফরাৎ নদীর উৎপত্তি স্থান যে আরমানী পর্ব্বত তাহাতে গ্রীষ্মকালে জলজমাৎ গলিয়া ঐ নদীতে বন্যা হইত, এইপ্রযুক্ত নগরে ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দেশে লোকেরদের কষ্ট হইত, তন্নিবারণার্থ নগরের উজানে কতক দূর দুই মহাখাল কাটা গেল, ও সেই খালের দ্বারা বন্যার জল সকল তিগ্রিস নদীতে পড়িত, এবং বন্যার জল নদীর উভয় তীরস্থ দেশ নষ্ট না করে, এই নিমিত্ত নদীর উভয় পার্শ্বে উচ্চ প্রাচীর গাঁথা গেল,

ঐ প্রাচীর গাঁথিবার কারণ বাবেল নগরের পশ্চিম ভাগ চতু

digious lake was dug to the west of Babylon four miles square one hundred and sixty in compass and thirty-five feet in depth. Into this lake was the whole river turned till the work was finished, when it was made to flow back into its former channel. That the Euphrates in the time of its increase might not overflow the city through the gate, this lake was preserved, and the water received into it was kept all the year for the benefit of the country, and let out by sluices for watering the lands below it: the lake therefore was equally useful in defending the country from inundation, and in rendering it fertile. Some authors ascribe to Nebuchadnezer the erection of these works, while others ascribe them to his daughter-in-law.

Of the Royal Palaces.

At the two ends of the bridge on either side of the river were two palaces which had a communication with each other by a vault built under the channel of the river at the time of its being dry. The old palace, which stood on the east side of the river, was three miles and three quarters in compass.

The new palace which stood on the west side of the river, was seven miles and a half in compass. It was surrounded with three walls one within another. These walls as well as those of the other palaces were adorned with a variety of sculptures representing all kind of animals. In the new palace were the celebrated hanging gardens: they contained a

কে বিশ ক্রোশপরিমিত তেইশ হাত গভীর আশী ক্রোশ আয়ত এক হ্রদ কাটা গেল. এবং ঐ হ্রদের মধ্যে তাহারা ফরাৎ নদীর জল আনাইল, ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার ঐ জল ফরাৎ নদীতে আনাইল. কিন্তু বৎসরং বন্যা হইলে ফরাৎ নদী দ্বার দিয়া বহিয়া নগর নষ্ট না করে, এই নিমিত্ত সেই হ্রদ বজায় রাখিল. দেশের উপকারার্থে তাহার মধ্যে সম্বৎসরের জল রাখিত, এবং অনেক প্রকার ক্ষুদ্রং খালদ্বারা সে জল চতুর্দ্দিকের ক্ষেত্রে দিত. অতএব ঐ হ্রদহইতে দেশের দুই প্রকার উপকার হইল, যে বন্যা হইলে জল ঐ হ্রদে থাকিত উপরের দেশ ডুবাইত না, ও বন্যা না হইলেও ঐ হ্রদের জলদ্বারা ক্ষেত্রে শস্যাদি জন্মিত. কেহং কহে যে নিবুকদনেসর রাজা এই সকল কর্ম্ম করিলেন, ও অন্যে কহে ঐ রাজার পুত্রবধূ ইহা করিল.

রাজগৃহবিষয়ে.

নগরের মধ্যে সেতুর উভয় পার্শ্বে দুই রাজগৃহ ছিল, তাহার এক রাজগৃহহইতে অন্য রাজগৃহে যাইতে ঐ নদীর নীচে সুড়ঙ্গ পথ ছিল, সে পথ নদীর শুষ্কতা দশাতে নির্ম্মাণ করা গিয়াছিল. নদীর পূর্ব্ব পার্শ্বে প্রাচীন রাজগৃহ ছিল, সে চতুর্দিকে দুই ক্রোশ.

নদীর পশ্চিম পার্শ্বে নূতন রাজগৃহ ছিল, সে চতুর্দ্দিকে পৌনে চারি ক্রোশ. সেই নূতন রাজগৃহের চতুর্দ্দিকে তিন প্রাচীর ছিল, এক প্রাচীর অন্য প্রাচীরের মধ্যে এই রীতিক্রমে. ঐ সকল রাজগৃহের প্রাচীরের উপরে প্রস্তরে লিখিত নানা প্রকার জন্তুর আকার ছিল. নূতন রাজগৃহে অতিখ্যাত ঝুলান উদ্যান ছিল.

square of four hundred feet on every side, and were carried aloft in the manner of several large terraces one above another, till the heighth equalled that of the city. The walls were sustained by vast arches raised one above another. On the top of the highest arch, were laid large flat stones sixteen feet long and four broad; over these was a layer of reeds mixed with a great quantity of lime, upon which were two rows of bricks; the whole was covered with thick sheats of lead, upon which lay the mould of the garden. All this was contrived to keep the moisture of the mould from running through. The earth laid on this roof was so deep, that the greatest trees might take root in it, and with such the terraces were covered, as well as with all other plants and flowers, adapted to adorn a garden.

Historians say that Amatus the wife of Nebuchadnezer, who was a daughter of the king of Media, had been much delighted with the mountains and gardens of that country, and as she desired to have something like it in Babylon, Nebuchadnezer to gratify her, caused this prodigious edifice to be erected.

Of the Temple of Belus.

The fifth wonder of Babylon was the temple of Belus which was a building half a mile in compass, and a furlong in heighth. It consisted of eight

ঐ উদ্যান চতুষ্কোণ প্রত্যেক দিক দুই শত ছেষট্টি হাত পরিমিত. তাহার গুম্বন এইরূপ ছিল, মৃত্তিকার উপরে খীলান করিয়া তাহার উপরে হাত করিল, সেই ছাতের উপরে পুনর্ব্বার খীলান করিয়া তাহার উপরে ছাত করিল, এই মত খীলানের উপরে খীলান যে পর্য্যন্ত নগরের সমান হইল. পরে সকলের উপরিস্থ খীলানের উপরে সাড়ে দশ হাত লম্ব আড়াই হাত চৌড়া এমত বড়২ পাথর রাখা গেল. পরে এক প্রকার আঠাদ্বারা নল সংলগ্ন করিয়া বিছাইল, তাহার উপরে দোহারা করিয়া ইষ্টক গাঁথিল, তাহার উপরে অতিশয় শক্ত করিয়া সীসার দ্বারা মড়া ইল. উদ্যানের মৃত্তিকার রস গলিয়া না পড়নের কারণ এই সকল প্রক্রিয়া করা গেল. হাতের উপরে এত মৃত্তিকা দেওয়া গেল যে বটবৃক্ষ পর্য্যন্তও সেখানে আপন মূল দৃঢ় করিতে পারিত, সে উদ্যানে সকলহইতে বৃহদ্বৃক্ষ ও যাহার পত্র পুষ্প দিতে উদ্যান শোভা হয় সে বৃক্ষও রোপণ করা গেল.

ইতিহাসবেত্তারা কহে যে নিবুকদ্নেসর রাজার স্ত্রী আমাতস্ মাদাই দেশের রাজার কন্যা ছিলেন, এবং আপন দেশের পর্ব্বত ও উদ্যান দর্শনে তিনি উৎসুকা ছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তিনি বাবেল নগরে এইরূপ উদ্যান সন্দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, তাহাতে নিবুকদ্নেসর তাহার তুষ্টির নিমিত্ত এইরূপ করিলেন.

বেল দেবতার মন্দির বিষয়ে.

বাবেল নগরে পঞ্চম আশ্চর্য্য বেল দেবতার মন্দির; সে চতুর্দিকে অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত, এবং চারি শত আশী হাত উচ্চ.

towers built one above the other. The ascent to the top was by circular stairs on the outside, which turned eight times round the tower from the bottom to the top. Over the whole on the top of the tower was an observatory, by the aid of which the Babylonians became more expert in astronomy than all other nations.

But the chief use for which this tower was designed was the worship of the god Belus, an image of whom was placed in it forty feet high, composed entirely of gold and valued at two crores and sixty-six lacks of Rupees. The sacred vessels of the temple, all of massy gold, were valued at sixteen crores and eighty lacks of Rupees. Xerxes on his return from his Grecian expedition, after having plundered it of all its immense riches, demolished it. Alexander the Great on his return from India intended to rebuilt and set ten thousand men to work to rid the place of its rubbish, but after they had laboured two months, Alexander died, which put an end to the undertaking.

This great city built with such extraordinary magnificence is now so completely destroyed, that it is difficult to discover the place were it stood. Of its beautiful gardens, its massy walls and magnificent temple, scarcely one stone remains on another. The present inhabitants of the country are scarcely acquainted with its former magnitude, the records of which are preserved among other nations. So frail are the proudest monument of human genius.

সে মন্দির আট তালা, তাহার গাত্রে লগ্ন সোপান ছিল, এবং সে সোপানদ্বারা চতুর্দিকে আটবার প্রদক্ষিণ করিয়া উপরে উঠিতে হইত. মন্দিরের উপরে গ্রহ নক্ষত্রাদির সংস্থান ছিল, তাহার দ্বারা বাবেল নগরীয় লোকেরা অন্য সকল জাতিহইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিপুণ হইল.

কিন্তু ঐ মন্দিরের মধ্যে উদ্দেশ্য বেল দেবতার সংস্থাপন, ঐ দেবতার স্বর্ণময়ী এক মূর্ত্তি সাতাইশ হাত উচ্চ ছিল, তাহার মূল্য দুই কোটি ছেষট্টি লক্ষ টাকা. এবং মন্দিরে পবিত্র বাসনাদি যে ছিল তাহার মূল্য ষোল কোটি আশী লক্ষ টাকা. পারস দেশের ক্ষিন্দিয়া রাজা গ্রীক দেশহইতে প্রত্যাগমন কালে ঐ সকল সম্পত্তি লুটিয়া লইল, ও মন্দির নষ্ট করিল. সেকন্দরশাহ ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন কালে পুনঃ স্থাপিত করিতে বাসনা করিয়া, তাহার মল পরিষ্কার কারণ দশ হাজার লোক নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাহারা দুই মাসপর্য্যন্ত সে কর্ম্ম করিলে সেকন্দরশাহের মৃত্যু হইল, তাহাতে সে কর্ম্ম স্থগিত হইল.

অত্যাশ্চর্য্যরূপ গ্রথিত ঐ মহানগর এখন এমত লুপ্ত হইয়াছে যে প্রায় তাহার নিদর্শনস্থানও নাই. এবং তাহার সৌন্দর্য্য যুক্ত উদ্যান ও মহাপ্রাচীর ও ঐশ্বর্য্যশালী মন্দিরের এখন এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে দেখা যায় না. সে দেশের লোকেরা এখন জানে না যে স্বদেশে পূর্ব্বে এইরূপ মহানগর ছিল, কিন্তু অন্যং জাতিরদের মধ্যে তাহার বিবরণ গচ্ছিত আছে. পৃথিবীর উপরে মনুষ্যেরদের সকল মহাকর্ম্ম এই মত অস্থির.

Of the Divisibility of Matter.

TUTOR. Do you understand what philosophers mean when they make use of the word Matter?

PUPIL. Are not all things which we see and feel composed of Matter?

T. Every thing which is the object of our senses is composed of matter. But in a philosophical sense *matter* is said to have four qualities, and is defined to be an *extended, solid, inactive,* and *moveable* substance.

P. If by extension is meant length, breadth, and thickness, matter undoubtedly is an extended substance. Its solidity is also manifest by the resistence it makes to the touch. And the other properties nobody will deny, for all material objects are, of themselves, without motion; and yet it may be readily conceived, that by the application of a proper force there is no body which cannot be moved. But I remember, that you told us something about the infinite divisibility of matter.

T. I did, some time ago mention this difficult as this may at first appear, yet I think it very capable of proof. Can you conceive of a particular of matter so small as not to have an upper and under surface?

P. Certainly, every portion of matter, however minute, must have two surface at least, and then that it is divisible.

পদার্থের অসংখ্য ভাগ বিষয়ে.

গুরু. হে শিষ্য, যখন পণ্ডিতেরা পদার্থের নাম কহে তখন তুমি কি বুঝ?

শিষ্য. আমরা যাহা দেখিতে পাই ও স্পর্শ করিতে পারি সে কি পদার্থ নহে?

গুরু. বটে, যে আমারদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচর সেই পদার্থ, কিন্তু পণ্ডিতেরা পদার্থকে চারি গুণদ্বারা চিনিতে পারেন. তাহার প্রথম গুণ বিস্তার, দ্বিতীয় গুণ অনন্তরত্ব, তৃতীয় গুণ অচলত্ব, চতুর্থ গুণ চাল্যমানত্ব.

শিষ্য. সত্য বিস্তারের অর্থ যদি দীর্ঘতা ও প্রস্থতা ও স্থূলতা হয় তবে পদার্থের গুণ বিস্তার বটে. তাহার অনন্তরত্ব ইহাতে জানা যায় যে হস্তদ্বারা তাহার স্পর্শ হয়, আর অন্য দুই গুণ সকলেই দেখিতে পারে, যেহেতুক আমরা জানি যে তাবৎ পদার্থ স্বাভাবিক অচল, কিন্তু তাহার উপরে প্রকৃত শক্তি দিলে সে চলিতে পারে; কিন্তু হে গুরু কএক দিন হইল কহিয়াছিলা যে পদার্থের অশেষ ভাগ হইতে পারে.

গুরু. এমত কহিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে বিষয় অতি কঠিন, তথাপি আমি বুঝি তোমাকে ইহার প্রমাণ দিতে পারি. তুমি এমত বুঝ যে এমন ক্ষুদ্র পরমাণু আছে যে তাহার নীচ ভাগ ও উচ্চ ভাগ নাই?

শিষ্য. কখন নহে; পরমাণুর উচ্চ নীচ দুই দিগ আছে অতএব তাহা ছেদ করিয়া ভাগ করা যায়.

T. Your conclusion is just; and though there may be particles of matter too small for us actually to divide, yet this arises from the imperfection of our instruments; if we had suitable instruments we could divide them.

P. Give us some remarkable instances of the minute division of matter.

T. If a pound of silver, which, you know, contains five thousand seven hundred and sixty grains, and a single grain of gold be melted together, the gold will be equally diffused through the whole of the silver, insomuch that if one grain of the mass be dissolved in a liquid the gold will fall to the bottom. The gold-beaters can spread a grain of gold into a leaf containing fifty square inches, and this leaf may be easily divided into 500,000 parts, each of which is visible to the naked eye; and by the help of a microscope which magnifies a body a hundred times, a hundredth part of each of these becomes visible, that is, a single grain of metal that may be divided into fifty millions of visible parts.

In odoriferous bodies a most astonishing subtility is perceived, for though they are continually loosing a considerable portion of their particles yet these bodies loose but a very small part of their weight in a great length of time.

It is said by those who have examined the subject with the best glasses, that there are more animals in the milt of a cod-fish than there are men on

গুরু. তুমি নিশ্চয় বুঝিয়াছ. এমত পরমাণু আছে যে আমরা ভাগ করিতে না পারি কিন্তু সে অস্ত্রের দোষ; যদি তদনুযায়ি ক্ষুদ্র অস্ত্র হইত তবে আমরা তাহা ছেদন করিতে পারিতাম.

শিষ্য. পদার্থের অশেষ ভাগের কিছু২ বিবরণ কহ.

গুরু. অর্দ্ধশের রূপ্যে পাঁচ হাজার সাত শত ষাটি অর্দ্ধরত্তি আছে, এক পরমাণুপরিমিত স্বর্ণ তাহার সহিত আবর্ত্তন করিলে সেই পরমাণু প্রত্যেক রূপ্যের ভাগের সহিত মিশ্রিত হইবে, এবং কোন প্রকার স্নেহ দ্রব্যেতে কোন এক অর্দ্ধরত্তি নিক্ষেপ করিলে সেই মিশ্রিত রূপ্যহইতে স্বর্ণ পৃথক হইয়া নীচে পড়ে. স্বর্ণকারেরা অর্দ্ধরত্তি স্বর্ণ পিটাইয়া দীর্ঘে প্রস্থে তিন হাত পাত করিতে পারে, ঐ পাতকরা স্বর্ণ পাঁচ লক্ষ ভাগ করিলে চক্ষুর গোচর হয়, এবং যে দূরবিণদ্বারা কোন পদার্থ শতগুণ বড় দৃষ্ট হয়, তাহার দ্বারা পাঁচ লক্ষ ভাগের এক ভাগকে শত ভাগ করিলেও সে প্রত্যেক শত ভাগ চক্ষুর গোচর হয়. ইহাতে জানা যায় যে অর্দ্ধ রত্তি স্বর্ণ পাঁচ কোটি ভাগ করা যায়, এবং তাহার প্রত্যেক ভাগ চক্ষুর গোচর.

সুগন্ধ দ্রব্যের অতিশয় সূক্ষ্মতা আছে, যেহেতুক তাহার পরমাণু দিন২ ক্ষয় পাইতেছে, তথাপি মাসান্তরে পরিমাণ করিলে প্রায় ন্যূনতা বোধ হয় না.

আর যাহারা উৎকৃষ্ট দূরবিণদ্বারা অতিসূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়াছে তাহারা কহে, যে এক প্রকার মৎস্যের এক কোশা ডিম্বেতে এত ডিম্ব আছে যে পৃথিবীর মধ্যে এত মনুষ্য নাই, এবং বালির

the whole earth, and that a single grain of sand is larger than four millions of these animals. Now if each of them possess a heart, a stomach, muscles, veins, &c. we seem to approach to some idea of the infinite divisibility of matter. It has indeed been calculated that a particle of the blood of one of these animalcula is as much smaller than a pea as that is smaller than the whole earth, and that if this particle of blood be compared with particles of light, it is probable that it will be found to exceed them in bulk as much as mountains do a single grain of sand.

Obidah, or the Vanity of Riches.

As Obidah of Bussorah was one day wandering along the streets of Bagdad, musing on the variety of merchandize which the shops offered to his view and observing the different occupations which busied the multitude on every side, he was awakened from the tranquillity of meditation, by a crowd that obstructed his passage. He raised his eyes, and saw the chief vizier, who, having returned from the divan, was entering his palace.

Obidah mingled with the attendants; and being supposed to have a petition for the vizier, was permitted to enter. He surveyed the spaciousness of the appartments, admired the floors covered with silken carpets; and despised the simple neatness of his own little habitation.

"Surely," said he to himself, "this place is the

এক পরমাণুতে তাহার চল্লিশ লক্ষ ডিম্ব ঢাকা যায়, যদি ইহার প্রত্যেক ডিম্বেতে হৃদয় বুক সিরাপ্রভৃতি সকল আছে তবে কি পর্য্যন্ত পদার্থ ভাগের শেষ অন্বেষণ করিব. এই বিষয়ে এই গণনা করা গিয়াছে যেমত পৃথিবীহইতে মটর ক্ষুদ্র সেই মত মটরহইতে ঐ ডিম্বের এক ফোটা রক্ত ক্ষুদ্র, এবং পরমাণুস্বরূপ বালিহইতে পর্ব্বত যত বড়, সেই রক্তটুকু আলোকহইতে তত বড়.

অবিদা অথবা ধনের অনিত্যতা.

কছরানিবাসী অবিদা এক দিন বাগদাদ নগরে উভয় পার্শ্বে বাণিজ্যের দোকান দেখিতেং ভ্রমণ করিতেছিল, এবং স্বস্বকর্ম্মে ব্যাপৃত লোকেরদিগকে দেখিতেং জনতার সম্মুখতাপ্রযুক্ত তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল. সে চক্ষু উঠাইয়া দেখিল যে প্রধান রাজ মন্ত্রী রাজসভাহইতে বাহির হইয়া আপন ঘরে পবেশ করিতেছেন.

অবিদা মন্ত্রির পরিবারের সহিত মিলিত হইয়া কোন নিবেদন করিবার ছলে তাহারদের সহিত প্রবেশ করিল, সেখানে সে কুঠরীর বিশালতা দেখিয়া, এবং মেজে রেসমি সতরঞ্চীতে ভূষিত দেখিয়া আশ্চর্য্যজ্ঞান করিল, ও আপন ক্ষুদ্র ও কুৎসিত গৃহ হেয়জ্ঞান করিল.

অপর সে আপন মনে কহিল, যে এই গৃহ অবশ্য সুখের

seat of happiness; where pleasure succeeds to pleasure, and sorrow can have no admission. Whatever nature has provided for the delight of the senses, is here spread forth to be enjoyed. What can mortals hope or imagine, which the master of this place has not obtained? The dishes of luxury cover his table; the voice of harmony lulls him in his bowers. He speaks, and his mandate is obeyed; he wishes, and his wish is gratified; all whom he sees obey him, and all whom he hears flatters him. How different, O Obidah, is thy condition, who art doomed to the perpetual torments of unsatisfied desire. They tell thee that thou art wise; but what does wisdom avail with poverty? None will flatter the poor; and the wise have very little power of flattering themselves. I have long sought content, and have not found it, I will from this moment endeavour to be rich."

Full of his new resolution, he shut himself up in his chamber for six months, to deliberate how he should grow rich. He sometimes proposed to offer himself as a counsellor to one of the kings of India; and sometimes resolved to dig for diamonds in the mines of Golconda. One day, after some hours passed in the violent fluctuation of opinion, sleep insensibly seized on him. He dreamt that he was ranging a desert country in search of some one that might teach him to grow rich; and as he stood on the top of a hill shaded with trees, in doubt whither to direct

স্থান, এখানে এক সুখ সমাপ্ত না হইতেং অন্য সুখ উদিত হয়, ও দুঃখ এখানে প্রবেশ করিতে পারে না. আমারদের ইন্দ্রিয়ের সুখের কারণ যে প্রকৃতি পৃথিবীর মধ্যে আছে তাহা এখানে বিতীর্ণ আছে. এই গৃহস্বামী যে সুখ ভোগ না করিয়াছে সে সুখ কি কোন ব্যক্তি অপেক্ষা করিতে পারে কিম্বা চিন্তা করিতে পারে. সুরস দ্রব্যেতে তাহার ভোজন দ্রব্য পরিপূর্ণ ও সুন্দর তাহাকে নিদ্রাপ্রাপ্ত করায়. তিনি কথা কহিবামাত্র তাহার আজ্ঞাতে সকল পূর্ণ হয়, তিনি অভিলাষ করিবামাত্র তাহা সিদ্ধ হয়, তিনি যাহাকে দেখেন সেই তাহার আজ্ঞাবহ হয়, তিনি যে কথা শুনেন সেই স্তব. হে অবিদা তোমার দশা কেমন ভিন্ন, তুমি অপূর্ণাভিলাষের দুঃখেতে মরিতেছ. লোকেরা কহে যে তুমি জ্ঞানবান, কিন্তু দরিদ্র হইলে জ্ঞানের কি ফল. কোনহ ব্যক্তি দরিদ্রকে স্তব করে না, এবং জ্ঞানবান লোক যে আপনাকে স্তব করিবে তাহার পুনক্তি কি. আমি অনেক কালাবধি সান্ত্বনা চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু পাই নাই, আমি অদ্যাবধি অর্থচেষ্টাতে থাকিলাম.

অবিদা এইমত নিশ্চয় করিয়া কি প্রকারে আপনি ধনবান হইবে ইহার উপায় চিন্তা করত কুটরীতে আপনাকে ছয় মাস পর্য্যন্ত বদ্ধ করিল. কোনং সময়ে সে ভাবিল যে ভারতবর্ষের কোন এক রাজার মন্ত্রী হই. কখনং সে ভাবিল যে আমি গোলকুণ্ডার আকরে গিয়া হীরা খনন করি. এক দিন এইরূপ ভাবিতেং শেষে নিদ্রা তাহার চক্ষুর পাতা বদ্ধ করিল, ও সে স্বপ্নে দেখিল যে অত্যন্ত অরণ্যে এমন ব্যক্তিকে সে খুজিতেছে যে তাহার দ্বারা ধনোপার্জন উপায় পায়. এবং সে পর্ব্বতের

his steps, his father appeared on a sudden standing before him. "Obidah," said the old man, "I know thy perplexity; listen to thy father; turn thine eye on the opposite mountain." Obidah looked, and saw a torrent tumbling down the rocks, roaring with the noise of thunder, and scattering its foam around: now, said his father, behold the valley that lies between the hills. Obidah looked, and espied a little well, out of which issued a small rivulet. "Tell me now," said his father, "dost thou wish for sudden affluence, that may pour on thee like the mountain torrent; or for a slow and gradual increase, resembling the rill gliding from the well?" "Let me be quickly rich," said Obidah; "let the golden stream be quick and violent." "Look round thee," said his father, "once again." Obidah looked, and perceived the channel of the torrent dry, but following the rivulet from the well, he traced it to a wide lake, which the supply, slow and constant, kept always full. He awoke, and determined to grow rich by silent profit and persevering industry.

Having sold his patrimony, he engaged in merchandise; and in twenty years purchased lands, on which he raised a house, equal in sumptuousness to that of the vizier; to which he invited all the ministers of pleasure, expecting to enjoy all the felicity which he had imagined riches able to afford.

বট বৃক্ষের ছায়াতে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে যে কোন দিকে যাইবে. ইতোমধ্যে দেখে যে তাহার মৃত পিতা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, ও তাহাকে কহিল যে হে অবিদা আমি তোমার মনের চিন্তা বুঝি, পিতার কথা শুন, সম্মুখবর্ত্তি পর্ব্বতের উপরে দৃষ্টি কর. অবিদা অবলোকন করিয়া দেখিল যে পর্ব্বতহইতে এক মহানদী নির্গতা হইয়া বজ্রের শব্দের ন্যায় চলিতেছে, এবং আপন ফেণ চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতেছে. পুনর্ব্বার তাহার পিতা কহিল যে ঐ দুই পর্ব্বতের মধ্যে অধিত্যকা ভূমি দর্শন কর. অবিদা অবলোকন করিয়া দেখিল যে এক ক্ষুদ্র কূপহইতে এক অল্প নিঃশব্দ নদী নির্গতা হইতেছে. অপর তাহার পিতা কহিল যে হে সন্তান তুমি অকস্মাৎ ভাগ্যবান হইতে বাসনা কর, যে মহানদীর স্রোতের মত ধন তোমার উপরে বহিয়া আসিবে, কিম্বা ধীরে২ কূজ্ঝটিকাজাত নদীর মত ভাগ্যবান হইতে চাহ. অবিদা কহিল যে আমি শীঘ্র ভাগ্যবান হই, আমার ধনের নদী শীঘ্র হুহু করিয়া আইসুক. পিতা কহিল যে পুনর্ব্বার দর্শন কর. অবিদা দেখিল যে মহানদীর স্রোত শেষে শুষ্ক হইয়াছে কিন্তু কূপহইতে নির্গতা ক্ষুদ্র নদী মহাহ্রদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এবং সে হ্রদ ক্ষুদ্র নদীর জলপ্রাপ্ত হইয়া নিত্য পরিপূর্ণ থাকিতেছে. অবিদা স্বপ্নভঙ্গে উঠিয়া এই মনে নিশ্চয় করিল যে আমি অল্পলাভ ও দৈনন্দিন পরিশ্রমদ্বারা ক্রমে ভাগ্যবান হইব.

পরে সে আপন পৈতৃক অধিকার বিক্রয় করিয়া বাণিজ্য করিতে প্রস্থান করিল, এবং বিশ বৎসরের মধ্যে ভূমি ক্রয় করিয়া সেই উজীরের গৃহের তুল্য সুন্দর গৃহ করিল, এবং সুখজনক লোকেরদিগকে আহ্বান করিল, এবং ভাবিল যে আমি ধনলভ্য

Leisure soon made him weary of himself, and he longed to be persuaded that he was great and happy. He was courteous and liberal: he gave all that approached him, hopes of being rewarded. Every art of praise was tried, but Obidah heard his flatterers without delight, because he found himself unable to believe them. His own heart told him its frailties. "How long," said he, with a deep sigh, "have I been labouring in vain to amass wealth, which at last is useless! Let no man hereafter wish to be rich, who is already too wise to be flattered."

Of the division of Time.

Among the nations of Europe, the year is measured by the time which the earth takes in performing its annual journey round the sun. To compute the exact time taken by the earth in its progress was a work of considerable difficulty. Julius Cæsar was the first person who seems to have attained to any accuracy on the subject. He lived about eighteen hundred years ago, and was equally celebrated as a man of science and as a general.

He fixed the length of the year at three hundred and sixty-five days and six hours; which was six hours longer than the Egyptian year. In order to allow for the odd hours in each year, he introduced

যে সুখ ভাবিয়াছিলাম সে সকল আমি পাইব, কিন্তু শেষে সে নিষ্কর্ম্মতাপযুক্ত আপনি বিরক্ত হইতে লাগিল, এবং সে ইচ্ছা করিল যে অন্য কেহ তাহাকে সুখী ও ভাগ্যবান বলিয়া প্রবোধ দেয়. সে বিনয়ী ও দাতা হইল, যত লোক তাহার সম্মুখে আসিত তাহারদিগকে সে দান প্রত্যাশা দিত. এবং সকল লোক তাহাকে স্তব করিতে লাগিল. অবিদ্যা তাহারদের স্তব সুখ বিনা শুনিল, যেহেতুক তাহারদের কথা সে মিথ্যা গ্রহ করিল. তৎকালে তাহার সকল দোষ আপন অন্তঃকরণে আইল, শেষে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া খেদপূর্ব্বক কহিল, যে হায় আমি এত কালপর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া ধন পাইয়াছিলাম এখন জানিলাম যে সে মিথ্যা, অতএব যে ব্যক্তি জ্ঞান করে যে স্তব কিছু নয় সে যেন চেষ্টা না করুক।

ইউরোপীয়েরদের মধ্যে কাল বিভাগ বিষয়ে.

ইউরোপীয়েরদের মধ্যে যত কালে পৃথিবী সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে তাহার নাম বৎসর, কিন্তু নিশ্চয় কত কালে একবার প্রদক্ষিণ করে সে গণনা দুর্ঘট. জুলিয়স কাইসর এই বিষয় প্রথম নিশ্চয় করিয়া স্থির করিলেন. অনুমান আটার শত বৎসর হইল তিনি জন্মিয়াছিলেন, তিনি যেমন সৈনাপত্যরূপে খ্যাত, তেমন নানা বিদ্যাবত্তারূপে খ্যাত ছিলেন.

তিনি বৎসরকে তিন শত পঁয়ষট্টি দিন পোনের দণ্ডেতে স্থির করিলেন. মিসর দেশ সম্মত বৎসরহইতে ইহাতে পোনের দণ্ড অধিক স্থির করিলেন. তিনি ঐ অধিক পোনের দণ্ড গণ

an additional day every fourth year, which in honor of him was denominated the Julian year. The Romans inserted this additional day between the 23d and 24th of February, on account of its being the anniversary of the expulsion of Tarquin, their last and most tyrannical king. The English introduce it after the 28th of February, so that every fourth year, February has twenty-nine days.

As the year however does not consist exactly of three hundred and sixty-five days and six hours, in this arrangement there will necessarily be some error;—which will amount to a certain number of days in a certain number of years. The period established by Julius Cæsar, however, continued in use till the year 1582, when Pope Gregory undertook to reform the error, which then amounted to ten days. He accordingly ordered ten days between the 4th and 15th of October, in that year to be suppressed, so that the 5th day of that month was called the 15th.

This alteration took place throughout the greater part of Europe. In England it was not admitted till the year 1752 when the error amounted to nearly

নার মধ্যে আনিবার কারণ তিন বৎসর অন্তরে চতুর্থ বৎসরে এক দিন অধিক করিয়া, তিন শত পঁয়ষট্টি দিনে চতুর্থ বৎসর নিরূপণ করিলেন, এবং তাহার সংভ্রমার্থে ঐ চতুর্থ বৎসরের নাম জুলিয়ম বৎসর হইল. রোমাণ লোকেরা ঐ অধিক দিন ফিব্রুআরি মাসে ২৩, ২৪ দিনের মধ্যে গণিত করিল, যেহেতুক তাহারদের শেষ ও পাষাদী রাজা তারকুইন সেই দিনে নগরহইতে দূর করা গেল. ইংগ্লণ্ডীয়েরা ২৮ ফিব্রুআরির পরে ঐ দিন গণনা করে, অতএব প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে ফিব্রুআরি মাসে ২৯ দিন আছে.

কিন্তু বৎসরেতে নিশ্চয় তিন শত পঁয়ষট্টি দিন পোনের দণ্ড না হওয়াতে কালক্রমে এই গণনাতে অবশ্যং কিছু ভ্রান্তি হইবেক, এবং কতক বৎসরের পর গণনাতে কতকদিন ভ্রান্তি হইবেক, তথাপি যে গণনা জুলিয়স কাইসর স্থির করিলেন সেই গণনা ১৫৮২ সালপর্য্যন্ত স্থাপিত রহিল, সেই সনে মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রিগরি পাপা এই ভ্রান্তি দূর করিতে নিশ্চয় করিল, সে তৎকালে গণনা করিয়া দেখিল যে ইহাতে দশ দিনের ভ্রম হইয়াছে, অতএব সে আজ্ঞা করিল যে সেই মাসের চতুর্থ দিনের পর পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত মধ্যের দশ দিন এককালে লুপ্ত হউক, এবং সেই মাসের পঞ্চম দিন পঞ্চদশ দিন হউক.

এই পরীবর্ত্ত প্রায় তাবৎ ইউরোপে গ্রাহ্য হইল, কিন্তু ইংগ্লণ্ড দেশে ১৭৫২ সালের পূর্ব্বে গ্রাহ্য হইল না, সে সনে গণনা করিয়া দেখা গেল যে এগার দিনের ভ্রম হইয়াছে, অতএব

eleven days, which were taken from the month of September, by calling the 3d of that month the 14th.

To prevent a recurrence of this error in future, it was then settled by Act of Parliament that, the years 1800 and 1900, which as being leap years would contain 366 days should be reckoned as common years, with 365 days in each, and that every four hundredth year afterwards should be esteemed common years containing 365 days. If this method be adhered to, the present mode of reckoning will not vary a single day from the true time, in 5000 years.

Of the Cataract of Niagara, in Canada, North America.

This amazing fall of water is made by the river St. Lawrence, in its passage from lake Erie into lake Ontario. The St. Lawrence is one of the largest rivers in the world; and the whole of its waters is discharged in this place, by a fall of a hundred and fifty feet prependicular. It is not easy to bring the imagination to correspond to the magnitude of the scene. A river extremely deep and rapid, which serves to drain the waters of almost all North America into the Atlantic Ocean, is here poured precipitately down a ledge of rocks, that rises, like a wall, across the whole bed of the stream. The river, a little above, is nearly three

তাহারা সেপ্তম্বর মাসহইতে সে এগার দিনে লুপ্ত করাইল, এবং ৩ সেপ্তম্বর তাহারা ১৪ গণনা করিল.

এই মত ভ্রান্তি হইবার পর না হয় তন্নিমিত্ত মহাসভা তৎকালে আজ্ঞা করিলেন, যে সন ১৮০০ ও সন ১৯০০ সালে, চতুর্থ বৎসর হইয়া তিন শত ছেষট্টি দিন প্রাপ্ত হইত, তাহা অন্যথা করিয়া ঐ দুই বৎসর তিন শত পঁয়ষট্টি দিন করিয়া নিরূপণ করিলেন. তাহারা আরো আজ্ঞা করিলেন যে চতুঃশত বৎসরের মধ্যে শেষ যে চতুর্থ বৎসর সে তিন শত পঁয়ষট্টি দিনে হইবেক. যদি এমত গণনা নিশ্চয় হয় তবে পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যে এক দিনে রও ভ্রান্তি হইবে না.

উত্তরামেরিকাস্থ কনাদা দেশে নওয়াগড়া নামে মতিঝিল.

এই স্থানের মহাজল পতন এই প্রকারে উৎপন্ন হয়. সেন্ত লারন্স নদী এরই হ্রদহইতে অণ্টারিও হ্রদে পড়ে, সেন্তলারন্স নদী পৃথিবীর মধ্যে মহানদী, এবং তাহার মহাস্রোতের জল এই মতিঝিলের স্থানে নিশ্চয় এক শত হাত উপরহইতে পড়ে, এই দর্শনের গৌরব প্রায় মনে ভাবা দুষ্কর. এই গভীর ও বেগগামিনী নদী যে প্রায় তাবৎ উত্তরামেরিকার জল আতলান্তিক সাগরে প্রবেশ করায়, সেই নদী অতিবেগে পর্ব্বতের উপর দিয়া পড়ে, সেই পর্ব্বত নদীর মধ্যবর্ত্তি ও প্রাচীরের ন্যায়, ও নদীর সমান আয়ত তৎপ্রযুক্ত ঐ নদীর স্রোত ঐ পর্ব্বতে রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বতের সমান উচ্চ উঠে, পরে ঐ পর্ব্বতের গা বাহিয়া অন্য দিকে পড়ে, সেই মতিঝিলের অগ্রে কতক দূর ঐ নদী

quarters of a mile broad; and the rocks at which it grows narrower, are four hundred yards over. Their direction is not straight across, but they are hollowed inwards like a horse-shoe; so that the cataract, which bending to the shape of the obstacle, rounds inward presents a theatre the most tremendous in nature. Just in the middle of this circular wall of waters, a little island, that has braved for thousands of years the fury of the current, presents one of its points, and divides the stream at the top into two parts; but they unite again long before they reach the bottom. The noise of the fall is heard at the distance of several leagues and the fury of the water, at the termination of their fall, is inconceivable. The dashing produces a mist that rises to the very clouds; and forms a most beautiful rainbow, when the sun shines. It will readily be supposed, that such a cataract entirely destroys the navigation of the stream; and yet some Indians, in their canoes have it is said, ventured down it with safety.